সৃষ্টি

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা ২০০২-২০০৩

The honourable minister, Sri Abdur Razzak Molla, inaugurating the Computer Centre at Bhangar mahavidyalaya on 28th september, 2003.

The function to form the first ex-students' alumni association on 21st March, 2003. The President, Sri Abdus Sattar Molla of Bhangar Mahavidyalaya, Governing Body, at the mike.

'Cleaning the college campus - 'the safai Abijan' The Principal with students on Independence Day, 15th August, 2003

A seminar conducted by the college on the Relevance of Private Tuition in Today's socioeconomic scenario, 15th may 2002. (Dr. Sujon Chakravorty at the mike).

The Principal speaking on the occasion of the annual college sports meet, Feb,2003

সৃষ্টি

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

"আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !"

— নজরুল ইসলাম

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙড় : দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সৃষ্টি
ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

সম্পাদকীয় পরিষদ

সভাপতি ঃ ড. প্রদীপকুমার বসু (অধ্যক্ষ, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়)

সম্পাদক মন্ডলী ঃ ড. নিরুপম আচার্য (বাংলা বিভাগ)
আশুতোষ বিশ্বাস (বাংলা বিভাগ)
মধুমিতা মজুমদার (ইংরেজি বিভাগ)
আব্দুল মারুপ (সাধারণ সম্পাদক-ছাত্র সংসদ)
আজিবর রহমান (পত্রিকা সম্পাদক ছাত্র সংসদ)

প্রকাশনা ঃ ভাঙড় মহাবিদ্যালয় ।। ভাঙড় ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ ডঃ নিরুপম আচার্য।
আশুতোষ বিশ্বাস।

মুদ্রণ ঃ

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
পত্রিকা সভাপতির কলম	-	ডঃ প্রদীপ কুমার বসু	
সাধারণ সম্পাদকের কলম	-	আব্দুল মারুফ	৬
পত্রিকা সম্পাদক (ছাত্র সংসদ)	-	আজিবর রহমান	৭
পত্রিকা সম্পাদক (শিক্ষক প্রতিনিধির কলম)	-	ডঃ নিরুপম আচার্য	৮
প্রাক্তনী সম্মীলনী সম্পাদকের কলম	-	জাহাঙ্গীর সিরাজ	৯
সহ-সভাপতি ছাত্র সংসদের কলম	-	মহঃ আসরাফুল হক	১০

● প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ হিরোশিমা	-	মালিকা সেন	১২
চলন্ত বাসে	-	আজিবর রহমান	১৩
পুরীর পথে	-	আশা দাস	১৬
এবং সাহিত্য	-	নিরুপম আচার্য	১৮
খেলাধূলার জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো	-	রাকেশ রায় চৌধুরী	১৯

● কবিতা

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়কে	-	মনিরুজ্জামান লস্কর	২১
বাংলার বীর	-	রেবতী মন্ডল	২১
সায়েন্স	-	অশোক কুমার মাহাতো	২২
সুন্দর বন	-	সন্দীপ মন্ডল	২২
বর্ষা	-	আলাউদ্দিন আহমেদ	২৩
তোমার জন্যে	-	আশিফ ইকবল	২৩
রোদ্দুর ও ছায়া	-	কাজেম আলি	২৩
সাথী	-	কাকলি মন্ডল	২৪
বৃষ্টি	-	জিয়াউল করিম	২৪
রকমফের	-	রবিউল ইসলাম	২৪
সদ্ ভাবনা	-	সেলিনা খাতুন	২৫
ভাঙা স্বপ্ন	-	শামসুজ্জামান	২৫
একটি মেয়ের জীবন	-	সামিউন্নিসা পারভীন	২৫
ভূমিকম্প	-	ফারুক আহমেদ	২৬
বিশ্বাস	-	কামরুল ঘরামী	২৭
অনুভূতি	-	নাজির হোসেন	২৭

মানুষ	-	নিজামউদ্দিন আহমেদ	২৭
বিশ্বকাপ	-	সাবিনা খাতুন	২৮
কেরিয়ার	-	রাজু কর্মকার	২৮
যখন ভাবি তোমাকে	-	সুভাষিণী কর্মকার	২৯
ট্রাফিক পুলিশ	-	প্রশান্ত মন্ডল	২৯
পেটুক (ভূত)	-	গোবিন্দ অধিকারী	২৯

● Poem

I begged love	-	Sonali Laskar	30
To my Darling	-	Bul Bul	30
The future Earth.	-	Md. Subid Ali Gazi	30

● ছোট গল্প

অপরাধ	-	আশুতোষ বিশ্বাস	৩২

● Essays

Idea of simultanions Parliamentary and Assembly election & today's India- A nonstarter.	-	Dr. P. K. Basu	36
The Tale Tells	-	Madhumita Majumdar	37
Impact of Higher Edn. on the development of Society in the upliftment of Social and Moral values.	-	Nanda Ghosh	38
Evolution of π in ancient and madieval India.	-	Shibsankar Sana	41
Computers and management information system CMIS	-	Nabin Kumar Samanta	46
Economic development vis-a-vis environmental management dichotomy in India - a few comments	-	Debjani Dey	51
A rift over the subsidy -issue among the developed and under-developed nations at WTO.	-	Dr. Tapan Banerjee	53
● Governing Body	-		54
● Teaching Staff List	-		55
● List of Non-Teaching Staff	-		56
● Alumni Association	-		57
● Elected members of Student U.B.M	-		58

পত্রিকা সভাপতির কলম থেকে

START OF A JOURNEY

Dr. Pradip Kumar Basu
Principal

It was a challenge, a real challenge so long-we had all been yearning for it-nobody seemed to be that much confident on our strength to create it. Indeed, the hardles before it were thought to be so many that only a few could dare to surge ahead, and it is their courage, zeal, spirit of adventure and overall positive attitude that ultimately cleared all the supposedly insurmountable obstacles and the result is for everyone to be proud of.

Yes, I have been referring to the birth of 'Sristi', our college Magazine, which sees the dawn of light in our (College's) seventh year of existence. The reasons for its not cýming up earlier are manifold-dearth of adequate finance, organisation, motivation and so on and so forth-so common to an educational institution like ours in its early stage of growth. But then, our confidence grew up as efforts to bring out something that can project the academic profile of the college gave birth to 'Padakshep' (wall Magazine of the college) a few years back and as it has since been an annual literary exercise, thanks to untiring toil and perseverance on the part of our teachers, non-teaching staff and students. And if I am true to my belief, our present feat entirely rests on our experiences on 'Padakshep' and two Departmental wall Magazines of the college, enabling our artisans to go ahead with the challenge of creating **SRISTI.**

A college Magazine should reflect the aims and aspirations, means and end, trials and tribulations of all shades of its populace the students, the teachers, the non-teaching staff etc as well as the neighbouring society which remains as the mainstay of sustenance and progress of the college. The literary pieces found expression through this magazine may not have made their presence felt enough to be judged in respect of their excellence : none the less, their utility as also the zeal, labour and exuberance involved in them should not be undermined. Students have been encouraged to articulate their thoughts through literary items in whatever mode they deem fit, and if their present venture cannot stand them in good stead, who knows the future too is going to frown on them ? Efforts have been made to inculcate in them a positive attitude towards life in course of their won struggle for existence as well as attainment of academic goal for the cause of the vast multitudes, bereft of the benefits of modern civilisation. And if this trend continues, more challenges can be fought out in the long journey.

With these few words I wish the 'Sristi' a long, fruitful and cherished life.

ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের কলম ২০০৩-২০০৪

এই মহাপ্রতিষ্ঠান এলাকার গৌরববৃদ্ধি করবে

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় ভাঙড় তথা সংলগ্ন এলাকা হাড়োয়া, রাজারহাট, মিনাখার গর্বের সম্পদ। আজ থেকে ৫/৬ বছর পূর্বে এইঞ্চলের মানুষের ইচ্ছে থাকলেও তাদের সন্তানদের বিশেষ করে কন্যা সন্তানের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুযোগ পাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। ছিলনা কাছে পিঠে কোনো মহাবিদ্যালয়। পূর্বে সুন্দরবনের পাঠানখালি পশ্চিমে কলকাতা, উত্তরে দমদম বা বারাসাত ও দক্ষিণে চম্পাহাটিতে সুশীল কর কলেজ-এর অবস্থান। মাঝের এই বিশাল ভূ-খন্ডের কোন অবস্থান থেকে যে-কোন মহাবিদ্যালয়ে পড়তে যাবার রাস্তা ছিল কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল। এর ফাঁদে পড়ে সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা হতে বঞ্চিত হতো।

এসব কথা মাথায় রেখে দল-মত নির্বিশেষে ভাঙড়ে একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষে গঠিত হল ভাঙড় উন্নয়নী। এই মাতৃ-সংগঠনের সুযোগ্য নেতৃত্বে ভাঙড় তথা সংলগ্ন এলাকার মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় ভাঙড় খালের এক সময়ের পরিত্যক্ত অংশে একগলা জলের ওপর মাটি ভরাট করে গড়ে ওঠে সুদৃশ্য ইমারত— ভাঙড় মহাবিদ্যালয়।

১৯৯৭সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি- ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই আশাতিরিক্ত ছাত্র এখানে ভর্তি হতে ভিড় জমিয়েছে। সেই সমস্ত গ্রামের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলীর ও শিক্ষাকর্মীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য ফলাফল করে নবনির্মিত এই মহাপ্রতিষ্ঠানের গৌরববৃদ্ধি করেছে।

২০০২ সালে সুশৃঙ্খল ছাত্র-বাহিনীর নেতৃত্বে প্রথম ছাত্র-সংসদ নির্বাচিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা অঙ্গনে প্রবেশাধিকার পাইয়ে দেবার দাবিতে, ছাত্র-সংসদের দায়িত্ব অনেক। এর জন্য চাই শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি ছাত্রদল- যারা আগামী দিনে সমাজ বদলের লড়াইতে হবে অগ্রণী বাহিনী, দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি।

আমরা আশাকরি ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ে সেই দায়িত্ব সকলের সহযোগিতায় সঠিকভাবে পালন করতে পারবে।

— আব্দুল মারুফ

সম্পাদকের কলম থেকে

।। ছাত্র প্রতিনিধি ।।

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় ১৯৯৭ সালের ২৭ফেব্রুয়ারি ভাঙড় তথা সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে ৬টি বছর গৌরবের সঙ্গে অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মৌলিক দাবি বা চাহিদা পূরণের কথা ভাবতেই হয়। একটি মহাবিদ্যালয়ের জাত চেনা যায় তার উন্নত ও আধুনিক গ্রন্থাগার এবং এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুসম্পাদিত একটি পত্রিকা দেখে।

একথা মনে রেখে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় দেওয়াল পত্রিকা 'পদক্ষেপ'। দু'তিনটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত হলেও ছাপার অক্ষরে এই প্রথম 'সৃষ্টি'।

মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, তাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। তাছাড়া বিশ্বায়নের নামে বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা উদ্দাম, লাগামহীন অপসংস্কৃতির বিষ বাষ্প ছড়িয়ে যুব সমাজকে পঙ্গু করে ফেলছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে - এই আশা রাখি।

— আজিবর রহমান

সম্পাদক মন্ডলীর কলম থেকে

।। অধ্যাপক প্রতিনিধি ।।

ছাত্রদের প্রাথমিক কাজ অধ্যয়ণ, কিন্তু একটা সময় আসে যখন শুধু পঠন পাঠন নয়, এর পাশাপাশি মনের সৃজনশীল পাঁপড়ি গুলি উন্মোচিত হতে শুরু করে । একথা আজ প্রমাণিত যে বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে চিকিৎসাবিদ্, প্রযুক্তিবিদ্, ব্যবসায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার মানুষেরাও নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল হন । কারণ প্রকাশেই আনন্দ আর একথা বলাই বাহুল্য যে ছাত্রাবস্থাতেই এই সৃজন ক্রিয়া শুরু হয় । সৃজনশীল মানুষ যখন সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠেন তখন পারিপার্শ্বিক হিসেব-নিকেশ, পাওনা গন্ডা, লাভ-ক্ষতি তুচ্ছ হয়ে যায় ।

সৃজনশীলতার এই দিকটির কথা মনে রেখেই ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পত্রিকা 'সৃষ্টি'র আত্মপ্রকাশ সৃষ্টির জন্ম মুহূর্তটিকে আসুন আমরা সকলের সমবেত চেষ্টায় মসৃণও উৎসব মুখর করে তুলি কবি গুরুর ভাষায় বলি—

'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ

ধন্য হলো ধন্য হলো মানব জীবন' ।

'সৃষ্টি'র প্রকাশনার কাজে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা, ছাত্রছাত্রীরা সকলে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়েছেন তাতে আমরা অভিভূত । সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানাই ।

— নিরুপম আচার্য

প্রাক্তনী সম্মীলনীর সম্পাদকের কলম থেকে

আমরা কোনোদিন পুরোনো হবো না

"পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়" পুরোনোকে অস্বীকার করে নতুন অস্তিত্ব বিপন্নহয়ে পড়ে। যেমন ভিতকে অস্বীকার করে ইমারত মাথা উচুঁ করে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না, কেন না তাতে যে কোনো মুহূর্তে ইমারতের গর্ব খর্ব হতে পারে। একথা মনে রেখে দেরিতে হলেও ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরী হয়েছে ভাঙড় মহাবিদ্যালয় প্রাক্তনী সম্মিলনী-২০০৩ সালের মার্চ মাসে।

মনে পড়ছে সেদিন প্রাক্তনরা বলাবলি করছিল তাদের সময়ে মহাবিদ্যালয় এতটা উন্নত ছিলনা, ছিল লাল ইটের অমসৃণ দেওয়াল। দোতলায় ঘর ছিল মাত্র একটি, অনেক স্মৃতি রোমন্থন করছিল সকলে, আমরা তাই তাকিয়ে আছি আগামী দশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ বা শত বর্ষপূর্তির দিকে। একটা পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। তার কত বিভাগ! অজস্র বইয়ের একটি গ্রন্থাগার! সুদৃশ্য ক্যান্টিন, সুন্দর খেলার মাঠ, ফুলের শোভা মন্ডিত নয়নাভিরাম কলেজ ক্যাম্পাস, সমাজের চর্তুদিকে নানান পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের দল। তাদের মিলনে এই মহাপ্রতিষ্ঠান মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

সেদিন ভাঙড় তথা সংলগ্ন এলাকার সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হবে না এক জনকেও। সেইদিন এই মহাপ্রতিষ্ঠানের রূপকারদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

সেদিনের প্রত্যাশায় প্রাক্তনীদের করণীয় আছে অনেক, আমাদের তা করতেই হবে। তাই আমরা শপথ নেব —

"আমরা কোনো দিন পুরোনো হব না"

জাহাঙ্গীর সিরাজ

সম্পাদক

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সম্মিলনী

সহ-সভাপতির (ছাত্র সংসদ) কলম থেকে

স্মৃতির দর্পণে

- মহম্মদ আসরাফুল হক, এ.জি.এস.

স্মৃতির দর্পণে আজও যার প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভাসে সেই সোনালী দিনগুলির কথা মনে হলে আনন্দে আমার হৃদয়খানি ভরে ওঠে। খুব ছোটোবেলার কথা, মা কত রকমের খাবার নিয়ে হাজির হতেন। আমি না খাবার জন্য জেদ ধরতাম, মা জাপটে ধরে কোলে বসিয়ে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার দেশের গল্প বলত। আদর করে বলতেন, আমার সোনা, আমার মানিক খেয়ে নে। তার পর খাওয়া সেরে আমার সেই ছবিওয়ালা বইয়ের ব্যাগখানি নিয়ে আসতেন। আর সুন্দর ছবি ছড়া বই খুলে বলতেন। দেখো সোনা এটা অজগর, এটা আম, এটা কাঠবেড়ালী। পড়ার সময় যত কিছু আবদার সেরে নিতাম। কারণ এটাই আদায় করার মোক্ষম সময়।

রাক্ষুসে কন্যায় যে দৃশ্য আমি প্রত্যক্ষ করলাম তা আমার হৃদয়কে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে। বন্যায় রাজ্যের কিছু জেলায় মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও তাদের নেই। অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে করুণ দশা শিশু ও বয়স্কদের। গ্রামের বিভিন্ন ইটভাঁটা গুলোয় এমনিতে প্রতি বছর শিশু শ্রমিক কাজ করে ঝুঁকি নিয়ে মাথায় করে ইট বয়। তবে এবারে দৃশ্য আলাদা। কোনো রকমে হাঁটতে শেখা শিশুকেও মা বাবা পাঠাচ্ছে ইট বইতে। কোনো শিশু একটা আবার কেউ পাঁচএই ভাবে সারি বেয়ে ইট বইছে। বেলা শেষে যা দু'একটু টাকা হচ্ছে তা নিয়ে কোনো কিছু খেয়ে রাত কাটাচ্ছে। তাদের মায়াবী মুখগুলো দেখলে মায়া হয়। চোখ দিয়ে জল এসে যায়। ভাবছি এদের এমন শৈশব এনে দিলো ? কিন্তু কেন এমনটা হবে? শুধু এখানে কেন সারা পৃথিবীতে চলছে সামান্য পয়সার বিনিময়ে শ্রমিক হিসাবে শিশুদের খাটিয়ে নেওয়া। এরাও তো চাইবে বাবা মায়ের আদর, একটু খেলতে, স্কুলে পড়তে । ওদের তো চোখে স্বপ্ন আছে, আছে আশা তবে কেন, ওদের আশা ওদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না ? ওদের স্বপ্ন, ওদের আশা বাস্তবায়িত না হওয়ার জন্য দায়ী কারা? দায়ী আমরা, হাঁ দায়ী আমাদের সমাজব্যবস্থা, দায়ী আমাদের আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব।

আজ আমরা কম্পিউটার যুগে বাস করছি। মহাকাশে বাস করার পরিকল্পনা করছি। মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালাচ্ছি। আমাদের চিন্তা ভাবনা হয়েছে উন্নত আধুনিক। কিন্তু আমরা পরিকল্পনা করতে পারিনি আমাদের এই গ্রহে ছোটো-শিশুদের নিয়ে। ভাবিনি কি করে ওদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়া যায়।

তবে কেন ? কেন আমাদের বিভিন্ন গ্রহে পাড়ি দেওয়ার বাসনা? যেখানে আমরা নিষ্পাপ শিশুদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারিনি, সেখানে ওগুলোর কোন দাম নেই। আর শিশুদের এই দুরাবস্থার দায় কেউ এড়াতে পারবে না। এর জন্য দায়ী আমরা, আমরা সবাই, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। তাই আসুন সকলে আমরা ওদের কথা একটু-একটু করে ভাবতে শিখি।

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ—

হিরোশিমা

- মালিকা সেন
অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সালটা ১৯৩৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পারস্পরিক আক্রমণ চলছে। সময়ের সাথে সাথে যুদ্ধের আকার আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ৪৩-৪৪ সাল নাগাদ উপর্যুপরি জাপানের ক্রমাগত আক্রমণে আস্তে আস্তে আমেরিকার দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। মার্কিন ঘাঁটি পার্ল দরবারে ক্রমাগত জাপানী আঘাতে মার্কিন সৈন্যবাহিনী প্রায় বিধ্বস্ত।

সেইরকম প্রায় সময়, বোধহয় তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে আমেরিকা পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে। ভয়ঙ্কর হয় তার পরিণতি। শহরটি কার্যত প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, লক্ষাধিক মানুষ মারা যায় এবং পরবর্তীকালে জাপানের যে সব শিশুরা জন্ম গ্রহণ করে, তারা বোমার রাসায়নিক উপাদানের প্রভাবে বিকলাঙ্গ হয়ে যায়।

সারা বিশ্ব যখন আমেরিকাকে এই ঘটনার জন্য দোষারোপ করছে তখন আমেরিকা ঘোষণা করল যে 'Peaceful experimentation of Atom bombs' র জন্যই তারা হিরোশিমাতে বোমা ফেলেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে যে যদি পারমাণবিক বোমার শান্তিমূলক পরীক্ষার জন্যই বোমা ফেলা হবে, তবে তা আমেরিকার কোনো জায়গায় ফেলা হলনা কেন ? যদিও এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীকালে, পারমাণবিক বোমা ও অস্ত্রর পরিমাণ হ্রাস করার জন্য বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভূতপূর্ব সোভিয়েত রাশিয়া ১৯৬৩ সালে 'Nuclear Test Bank Treaty', ১৯৬৮সালে 'Nuclear Non Proliferation Treaty, ১৯৭২ সালে 'Strategic Arms Limitation Talk' প্রভৃতি চুক্তি স্বাক্ষর করে। মার্কিন দেশের হয়ে রাষ্ট্রপতি রেগন, বুশ চুক্তি স্বাক্ষর করেন সোভিয়েত রাশিয়ার গোর্বাচেভ, রাশিয়ার ইয়েলৎসিনের সাথে।

কিন্তু তাতে কি যুদ্ধ কমেছে? ইরাক ইরান যুদ্ধ, উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাকে সম্প্রতির মার্কিন হানা প্রমাণ করেছে যে খাতার পাতায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাস্তবে কিন্তু যুদ্ধ কমানোর কোনো প্রয়াস কার্যত লক্ষ্য করা যায়নি। সম্প্রতি UNESCO একটি সমীক্ষায় লক্ষ্য করেছে যে ১৯৯১-৯৮ অবধি ইরাকে যুদ্ধের জন্য পাঁচ লাখেরও বেশী শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে আর হিরোশিমা থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম ?

"যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে ?"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর জন্য জাতিসংঘের একটা ছোট্ট ভূমিকা আছে। মার্কিন সাম্রাজীবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই জাতিসংঘের নেই, কারণ আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর উপর নির্ভরশীল জাতি সংঘ। তার এই ভূমিকার জন্যই বোধহয় নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন মহাসচিব কোফি আন্নান, আফগান যুদ্ধে তাঁর ভূমিকার জন্য। যে যুদ্ধে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া আমাদের সত্যিই অবাক করে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার ইরাকে ইঙ্গো-মার্কিন হানা সম্বন্ধে বলেছেন, যে ইতিহাস নাকি তাদের ক্ষমা করে দেবে। ইতিহাস সত্যিই তাদের ক্ষমা করবে কিনা, তা নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর। কিন্তু অতীতের যুদ্ধগুলো থেকে আমরা যে কোনো শিক্ষা পাইনি, ইরাকের সাম্প্রতিক যুদ্ধ তাই প্রমাণ করে।

সত্যিই কি মানব সভ্যতা থেকে যুদ্ধর অবসান হবে ? মনে সংশয় জাগে। তবে কার্যত পৃথিবী এখন নড়েচড়ে বসেছে, যুদ্ধকে থামানোর জন্য, ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য। তাই বোধহয় ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হল একটি আলোচনা সভা Another World is Possible' যেখানে ১৫৬টির ও বেশী দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছে। গণআন্দোলন ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বর মধ্যে সম্বন্বয় সাধন করে তারা এক অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিয়েছেন যেখান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কোনো স্থান থাকবেনা। এই স্বপ্ন সত্যি হলে তবেই বোধহয় একটা অন্য পৃথিবী সৃষ্টি হবে যেখানে যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মানবতার জয়গান সম্ভবপর হবে।

চলন্ত বাসে

-আজিবর রহমান
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ

(কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পর কিছু বন্ধুরা মিলে পার্কে যাচ্ছি কিন্তু বাসে উঠে দেখলাম প্রচন্ড ভিড়। পা রাখারও জায়গা নেই। তখন ভাবছি কি করবো হঠাৎ মেয়েদের দিকে নজর পড়ল, দেখলাম সেদিকে একটু ফাঁকা আছে; আমি সেদিকে গিয়ে দাঁড়ালাম কিন্তু কি সমস্যা !)

সংলাপ ঃ

খুকু ঃ এই যে ও মশাই ! একটু সরে দাঁড়াতে পারছেন না? একেবারে তো দেখছি গায়ের উপরে পড়ছেন ? দেখছেন না, আমার অসুবিধা হচ্ছে?

আজিজ ঃ ম্যাডাম, দেখতে তো পারছেন, এই ভিড়, পা রাখার জায়গা পাচ্ছিনা। কোথায় সরে দাড়াই, বলুন তো ? (খুকুর পায়ের উপর পা উঠে যায় আজিজের)

খুকু ঃ আচ্ছা লোক্‌তো আপনি ? আপনাকে বার বার বলা সত্ত্বেও আপনি সরে দাঁড়াচ্ছেন না। মেয়েদের দিকে দাঁড়ান কেন ? অন্য কোথাও যান না ? অসভ্য কোথাকার।

আজিজ ঃ আঃ ম্যাডাম, আপনি তো দেখতেই পারছেন বাসে কি ভিড় । আমি ইচ্ছে করে তো এদিকে দাঁড়াইনি, ভিড়ের মধ্যে বাধ্য হয়েই তো এখানে দাঁড়াতে হলো। আপনার পোশাকে তো ভদ্র মহিলাই মনে হচ্ছে তা ব্যবহারটা অমন অভদ্রের মত কেন ?

খুকু ঃ আরে মশাই আপনি একটু চুপ করবেন ?

আজিজ ঃ তা না হয় চুপ করলাম। তবে আপনি কথাগুলো একটু ভদ্র ভাবে বলার চেষ্টা করুন।

খুকু ঃ থামুন থামুন। আপনাকে আর ভদ্রতা শেখাতে হবে না।

(কিছু দুর চলার পর খুকু সিট থেকে নেমে যায়)

খুকু ঃ কন্ট্রাকটার, একটু গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নামবো।

আজিজ ঃ বাপরে বাপ। কার মুখ দেখে যে আজ সকালে বার হয়েছিলাম। বাঁচা গেল, একি ভদ্র মহিলা ব্যাগটা তো ফেলে গেছেন। কি করি এখন, বেশ ব্যাগটা আমার কাছে থাক, কোন দিন দেখা হলে দিয়ে দেবো।

(স্টপেজে আজিজ ও তার বন্ধুরা নেমে যায়। বেশ কয়েক দিন পর হঠাৎ আজিজের সঙ্গে খুকুর দেখা হয়ে যায় ভাঙড় কলেজের সামনে)

আজিজ ঃ ম্যাডাম নমস্কার, কেমন আছেন ?

খুকু ঃ আরে কেমন আছি আপনার শুনে লাভ কি ?

আজিজ ঃ না বলছিলাম, আপনিকি ভাঙড় কলেজেই পড়েন ?

খুকু ঃ কেন বলুন তো ?

আজিজ ঃ না মানে সেদিন যে ভাবে বাস থেকে নেমে আসলেন। কিন্তু আপনার ভ্যানিটিব্যাগটা তো ফেলে এসেছিলেন। এই নিন।

খুকু ঃ একটু অবাক হয়ে গম্ভীর ভাবে বললো ও' ধন্যবাদ।

আজিজ ঃ না, না এ আর এমন কি! ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। আচ্ছা চলি, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো আপনার ব্যাগটা ফেরত দিতে পারলাম।

(আজিজ গন্তব্য স্থলে চলে যায়।)

খুকু ঃ ও মা কই কোথায় গেলে ?

মা ঃ কি ব্যাপার রে কি হয়েছে ? এত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? কি ব্যাপার বল দেখি।

খুকু ঃ মা কয়েক দিন আগে আমি বাসের মধ্যে একটা ছেলের সঙ্গে খুব ঝগড়া করে ছিলাম। ছেলে ভিড়ের মধ্যে আমার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে ছিল। ওই ভিড়ে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা ও ভুল করে ফেলে এসেছিলাম। আমার মনে ও ছিল না। কিন্তু আজ ঐ ভদ্রছেলেটি আমার সঙ্গে দেখা করে আমার ব্যাগটা ফেরত দিয়েছেন। জানো মা নিজেকে খুব খারাপ লাগছে। সে দিন খুব বাজে আচরণ করেছিলাম ওর পতি।

মা ঃ কি বোকা মেয়ে তুই বাসে তো ওরকম কত হয়! তা বলে বাসের মধ্যে ঝগড়া করতে গেলি কেন ?

খুকুঃ বাঃ! আমার পায়ের উপরে পা দিল আর আমি তাকে কিছু বলবো না।

মা ঃ আরে পাগলি মেয়ে ওরকম জেদ করতে নেই, তুই বরং আর কখন ঐ ভদ্র লোকটির সঙ্গে দেখা হলে, একটু ক্ষমা চেয়ে নিস।

খুকু ঃ কিন্তু এর সঙ্গে কি আর দেখা হবে, নাম জানিনা, তা যা হোক ভদ্র ছেলে বটে। আমার ব্যাগটা কেমন ফিরিয়ে দিল। ওমা, আজ কলেজে ম্যাগাজিনের অনুষ্ঠান আছে, আমি চলি। ফিরতে একটু দেরী হতে পারে।

মা ঃ একটু সাবধানে যাস।

(কলেজ প্রাঙ্গণ)

অনুষ্ঠানের ঘোষক ঘোষনা করলেন, এখন একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনাচ্ছেন, আমাদের প্রধান অতিথি ও পত্রিকা সম্পাদক আজিজ। এক মুখ হাসি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে আজিজ।

খুকু ঃ অবাক হয়ে যায়। স্বপ্ন না সত্যি তা সে ভেবে পায় না। একি! এরই সঙ্গে তো সেদিন আমার ঝগড়া হলো । ছি- ছি, কি ভুলই না করেছি, যাই-একটু ক্ষমা চেয়ে আসি, নমস্কার আজিজবাবু।

আজিজ ঃ এ কি আপনি।

খুকু ঃ সেদিন কি ভুল করেছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার ভাষা আমার নেই।

আজিজ ঃ আরে আরে, একি করছেন এরকম ভুল তো হতেই পারে। এটাকে এত বেশি ভুল ভাবছেন কেন ? আপনার নামটা কি বলবেন ?

খুকু ঃ আমার নাম খুকু খাতুন কিন্তু আমার এই উপহারটা আপনাকে নিতেই হবে, বলে এক গোছা রজনীগন্ধা আগিয়ে দেয়।

আজিজ ঃ উপহারটা গ্রহণ করে মৃদুস্বরে জানালেন ধন্যবাদ।

পুরীর পথে

-আশা দাস
প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান বিভাগ

কোথাও বেড়াতে যাবার আগে আমরা সবাই সেই অচেনা অজানা জায়গাটার সম্বন্ধে নানা রকম ভাবতে থাকি। যখন শুনলাম আমরা পুরীতে বেড়াতে যাচ্ছি তখন পুরীর পরিবেশ এবং সমুদ্রের ঢেউ সম্পর্কে নানা রকমের কল্পনা করতে লাগলাম।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় আমাদের গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে হুগলীসেতু এবং পরে বালির ব্রীজ পার হতে হতে পাশেই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির কে প্রণাম জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম পুরীর পথে। রাত ১০টার সময় আমাদের বাস কোলাঘাটের একটা হোটেলের কাছে এসে দাঁড়াল। আমরা রাতের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরা ফেরা করার পর গাড়িতে এসে বসলাম। কোলাঘাট থেকে যখন আমাদের গাড়ি ছাড়লো তখন রাত ১১টা বাজে। ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে গান শুনতে শুনতে বাসের দোলায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে দেখি আমরা এখনো ভুবনেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছাইনি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এসে যখন পৌঁছুলাম তখন সকাল ৯টা বাজে, আমরা ভুবনেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিয়ে কিছক্ষণ ঘোরার পর একটা হোটেলে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে ভুবনেশ্বরের মন্দিরকে স্মৃতির খাতায় রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। বেলা ১২টার সময় ধবলগিরিতে উঠলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদের ধ্যান করছেন। চারিদিকে শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরী এই ধবলগিরি, সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরা ফেরা করার পর বুদ্ধদেবের মন্দির থেকে বিদায় নিলাম। গাড়িতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম সত্যি কত সুন্দর এই মন্দির চারি দিকে শান্ত সুন্দর পরিবেশ। ভাবতে ভাবতে আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছুলো কোনারকের সূর্য মন্দিরের কাছে তখন বেলা ২.১৫ মিনিট। কোনারকের মন্দির দর্শন করতে যাবার পথে বৃষ্টি এলো একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমাদের আরো সঙ্গীদের জন্য একটু পরে বৃষ্টি থেমে গেল কোনারকের মন্দির দর্শন করতে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলাম মন্দিরের গায়ে কত সূক্ষ্ম কারু কার্য পাথরের গায়ে মানুষের ও পশুপাখির মূর্তি খোদাই করা। এর পর দেখলাম সূর্যদেবকে। সূর্যদেবকে প্রণাম জানিয়ে চারিদিকে একটু ঘুরে আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। এবার আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল পুরীর সমুদ্র দেখার নেশায়। জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম কখন সমুদ্রের ঢেউ দেখতে পাব। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রকে দেখা গেল সবাই আনন্দ প্রকাশ করল। আমরা পুরীর সমুদ্রের কাছে একটা হোটেলে উঠলাম তখন বিকাল ৫টা বাজে। হোটেলের জানালা দিয়ে আমি সমুদ্র দর্শন করতে লাগলাম। কোনোরকমে রাতটা কাটার পর খুব ভোর বেলা বাবা মায়ের সঙ্গে সূর্য ওঠা দেখতে গেলাম তার পর সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম। সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল। বাবা বারণ করতে লাগল আমি শুনলাম না আবার ঝিনুক কুড়াতে লাগলাম দেখলাম। মা ও আমার সঙ্গে ঝিনুক কুড়াচ্ছে, এরপর হোটেলে ফিরে

কিছু খেয়ে স্নানের জন্য তৈরী হলাম। স্নান করতে গিয়ে বড়ো বড়ো ঢেউ এসে আমাকে ফেলে দিচ্ছে। আর আমি সমুদ্রের নোনা জল খাচ্ছি। আগে কোনো দিন আমি সমুদ্র দেখিনি, ভয় পেয়ে আমি উপরে উঠে বসলাম, আবার মা আমাকে জোর করে জলে নামিয়ে বলল যখন ঢেউ আসবে তখন লাফিয়ে উঠতে তাহলে আর আমি পড়ে যাব না। এই বার যখন ঢেউ আসে তখন আমি লাফিয়ে উঠি। এই ভাবে স্নানের পালা শেষ করে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আমাদের কয়েক জন সঙ্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম দুপুরের সমুদ্রের উত্তাল রূপ দেখতে। সমুদ্র যেন তোলপার করে কত ঢেউ বয়ে আনছে। সেই ঢেউয়ে কত ঝিনুক মুক্তা আসছে আর সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা সেই গুলো সংগ্রহ করছে। অনেকক্ষণ পর আবার ফিরে গেলাম হোটেলে। বিকালবেলা একটা ট্রেকার ভাড়া করে আমরা জগন্নাথের মন্দির দর্শন করতে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি তিনটে বড়ো বড়ো রথ;আমি কখনো এতো বড়ো বড়ো রথ দেখিনি। রথ দেখে ভীষণ আনন্দ পেলাম। জগন্নাথ দর্শন করে আমরা সমুদ্রের কাছে ফিরে এলাম। রাতে সমুদ্রের জল এবং ঢেউ গুলো কি সুন্দর রোমাঞ্চকর লাগছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। রাত তখন ১০টা বাবা মা বলল, এবার চলো ফেরা যাক। আমার ইচ্ছা করল না কিন্তু ফিরতে হল। রাতে খাবার পর আবার পরদিন সেই একই রকম ভোর বেলা বেরুলাম। দেখলাম সেখানকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের পথ কত কষ্টের। জেলেরা নৌকা নিয়ে সারা রাত সমুদ্রের বুকে মাছ ধরে বেড়ায়। সকালে ডাঙায় এসে মাছ এক জায়গায় করে কত রকমের সামুদ্রিক মাছ। এছাড়াও অনেকে সমুদ্রের ধারে, উট, ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছা করল ঘোড়ার পিঠে চড়তে আমি বায়না করলাম ঘোড়ায় উঠবার জন্য। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কিছুক্ষণ সমুদ্রের চারিদিকে ঘুরলাম। ঘোড়ার পিঠে করে সমুদ্রের চারিদিকে ঘুরতে ভীষণ ভালো লাগল।

এই ভাবে আমাদের দিন গুলো ফুরিয়ে গেল। সমুদ্রকে প্রণাম জানিয়ে তার কাছে থেকে বিদায় নিলাম আমরা। সকাল ৬.৩০মিনিটে আমাদের গাড়ি ছাড়ল ১০.৩০ মিনিটে আমাদের গাড়ি উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির কাছে পৌঁছল। ৪০০ফুট উপরে খণ্ডগিরিতে উঠতে ভীষণ মজা লাগল। ৪০০ফুট উঁচু থেকে নীচের শহর কে কত সুন্দর লাগছিল। সেখান থেকে নেমে আমরা ২০০ ফুট উঁচু উদয়গিরিতে উঠলাম ওঠার সময় সিড়ি বেয়ে কিন্তু নামার সময় এক দৌড়ে আমি নীচে নেমে এলাম। এর পর আমরা নন্দনকানান এসে পৌঁছুলাম সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে নন্দন কাননে প্রবেশ করলাম, ঢুকতেই প্রথমে দুটো হরিণ এবং জলের ফোয়ারা। এর পর সাদা বাঘ, জলহস্তি, চিতাবাঘ বিভিন্ন ধরনের সাপ, সারস পাখি, বানর, হাতি, ময়ূর, ময়ূরী প্রভৃতি দেখার পর আমরা আবার বাসে এসে বসলাম। এবার বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে, কত তাড়াতাড়ি যেন দিন গুলো ফুরিয়ে গেল। পর দিন সকাল ৮.৩০ মিনিটে আমরা বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম।

"গাহি সাম্যের গান—
সেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
সেখানে মিলেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রীশ্চান। — নজরুল ইসলাম

এবং সাহিত্য

- ডঃ নিরুপম আচার্য

সাহিত্যের আবেদন মানব হৃদয়ের কাছে। তাই বাস্তবের কেজো জগতে তা মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে। তবে সাহিত্য প্রয়োজনের সীমানা অতিক্রম করে অসীমের ঠিকানা এনে দেয়। তাই অর্থ, কীর্তি, প্রতিপত্তি সব ম্লান হয়ে যায় তার কাছে। সাহিত্যের শরীর তৈরি হয় শব্দ ও অর্থের সমবায়ে। আলঙ্কারিক ভাষা সাহিত্যের সংজ্ঞায় বলেছেন 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।' আর এই শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে যে কাব্যদেহ গড়ে ওঠে তার প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় দেহের বাইরে, দেহাতীতের মধ্যে। রসতাত্ত্বিকেরা বলেন কাব্যের আভিধানিক অর্থের বাইরে যে গভীর ব্যঞ্জনা আছে পাঠকের তাই অনুসন্ধান করা উচিৎ। তাই গভীর শোকে কিংবা মন খারাপ করা বিকেলে গান শুনলে বা কবিতা পাঠ করলে মনে তৃপ্তি আসে।

রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন বাজে কথা। তাঁর মন্তব্য হচ্ছে বাঁধা নিয়মের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে বেশী চেনা যায়। তাঁর মতে সাহিত্য হল অপ্রয়োজনের আনন্দ। আর প্রকাশেই তো কবিত্ব। 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তগর্ত 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন-'নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়া ও যেমন যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতো নীরচ হইয়া নাকে তাহাকে ও কবি বলা সেই রূপ।'

সুতরাং প্রকাশ ঘটাতেই হয়। এই প্রকাশের মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবার লক্ষ্যস্থল একই। সেই তীর্থ সঙ্গমটি হল আনন্দসাগর। 'আনন্দম্ অমৃতম্'। এই অমৃত কুম্ভের সন্ধানে রসিক জনের যাত্রা নিরন্তর-নিরবধি।।

খেলাধূলার জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো

-রাকেশ রায় চৌধুরী
ক্রীড়া সম্পাদক

স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী আত্মস্থ না করতে পারার জন্যে আজ আমরা ক্রমাগত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছি। দূরদর্শনের কল্যানে দুনিয়ার কোণে কোণে মানুষের উপর ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপের দৃশ্য উপভোগ করছি। মানুষের গায়ে আগুন লাগিয়ে তাথৈ নৃত্যে মেতে উঠেছি, ভ্রাতৃ হত্যা করছি। অথচ সকল ধর্মেরই মূল কথা- 'দুনিয়া জুড়ে সকল মানুষ মানুষের ভাই, হে মানুষ, তুমি সুন্দর হও। বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন সারা জীবন ধর্মপুস্তক পড়ে যদি তার সারবত্তা না বুঝতে পারি তবে সে কাজ থেকে বিরত হয়ে মন দিয়ে ফুটবল খোলাটাই ভাল। তাতে দলগত সংহতি গড়ে ওঠে। চরিত্র গঠন হয়। শরীর সুঠাম হয়। সু-মন গড়ে ওঠে।

খেলাধূলার বিষয়ে তাই আমাদের মহাবিদ্যালয়ে আরো গুরুত্ব দিতে হবে। আরো বেশি করে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়ামুখী করতে হবে। এরজন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো চাই মাঠের উন্নয়ন। প্রতিনিয়ত অনুশীলন। ভালো ফুটবল টিম গড়ে তুলতে হলে চাই প্রকৃত শিক্ষকের তালিম।

তাই এ বিষয়ে আমাদের বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই।

কবিতা

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়কে

— মনিরুজ্জামান লস্কর
বি.এ প্রথম বর্ষ

বিদ্যাতীর্থ ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
যেথায় আমি পড়ি
মায়ের জ্ঞানে তার চরণে
শত প্রণাম করি।
অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সব জ্ঞানী গুণী
সবার আপনজন
তাঁদের চেষ্টায় সফল হলো
মহাবিদ্যানিকেতন।
এই কলেজে এসে আমার
পূর্ণ হলো আশা,
লেখা-পড়ায় হলাম ভালো
পেলাম ভালোবাসা।
প্রতি বছর ভাঙড় কলেজ
করে ভালো ফল
তাই তো হেথায় ভর্তি হতে,
আসে ছাত্র-ছাত্রীর দল।
এই আশীর্বাদ করো মোদের
যাতে সুখে রই
জীবনের পরীক্ষায় মোরা
যেন সফল হই।

বাংলার বীর

— রেবতী মন্ডল
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

বাংলার বীর সুভাষ তুমি
বাংলার নাইকো আর
বাংলা কাঁদিছে তোমারি জন্য
ফিরে এসো একবার।
সুভাষ সুভাষ বলছে বাঙালি
সুভাষ নাইকো আর।
জন্ম নিয়েছিলে ২৩ জানুয়ারি
বাংলা মায়ের কোলে
কেন তুমি বীর চলে গেলে-
ভারত মাতাকে না বলে।
ভারত মাতা পরাধীন তাই
নয়নে বহিল বারি।
তোমার আদেশে দীক্ষিত হল
কত শত নর নারী।
কত যে জীবন রক্ত দিয়েছে
কি মন্ত্র দিয়েছো তুমি
রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে
মোরা পেলাম
এ ভারত ভূমি।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সায়েন্স

— অশোক কুমার মাহাতো
বি.এ. প্রথম বর্ষ

তাবিজ পরেন, মাদুলি পরেন,
কবজ ধারন করেন,
শুনেছি আবার উনিই নাকি
সায়েন্স নিয়ে পড়েন।

ভুল শুনেছি পড়েন নাকো
নিজেই উনি পড়ান
সুযোগ পেলেই অজ্ঞ জনে
বাণীর মালা পরান।

সায়েন্সই বল-ভরসা, সায়েন্স
শোনায় আশার বাণী,
বলেন উনি সায়েন্স হলো
সকল জ্ঞানের রাণী।

সায়েন্স মেনে চলতে হবে
এই উপদেশ কড়া
রোগ হলে ভাই উনিই খোঁজেন
তেল পড়া, আর জল পড়া।।

সুন্দর বন

— সন্দীপ মন্ডল
দ্বিতীয় বর্ষ, অনার্স, ভূগোল বিভাগ

বঙ্গদুহিতা তোমায় নমি
তুমি সুন্দর বন।
দিবা রাত্রে সাগরের জলে
ধৌত তোমার চরণ।
তুমি সুন্দর বন।

সুন্দরী আর গরাণের সাথে তুমি থাকো
সর্বদা অন্ধকারের মাঝে,
নিশ্চিন্ত মনে দাওনা
সংস্পর্শে যেতে আমাদের,
তুমি সুন্দর বন।

তৃষ্ণার্ত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে
করে রেখেছে নিজের কাছে,
গাঢ় সন্ধ্যা নামিয়ে আনো
তারই ডাকে।
তুমি সুন্দর বন।

দখিণা বাতাসে মৌ ফুটে ওঠে
মক্ষিকা করে গুঞ্জন,
সাগর গর্ভে জম তোমার
বহু জীবকূল নিয়ে।
তুমি সুন্দর বন।

বায় মঙ্গল হাসে খল খল
মাতলায় জল অথই অতল
প্রভাত আলোয় বন্দনা গায়,
নদীর কলতানে
লবন আঁচলে আব্রু তোমার
তুমি সুন্দর বন।

বর্ষা

— আলাউদ্দিন আহমেদ
বি.এ. প্রথম বর্ষ

বর্ষা তুমি বঙ্গে এসো বৃষ্টি ধারা নিয়ে
মাঠ ঘাটি সব ভরিয়ে দাও জলের পসার দিয়ে।
তোমার আসার বার্তা শোনায় শ্রাবন ও আষাঢ়
তোমার ভয়াল রূপের কথায় শরীর হয় অসাঢ়।
বর্ষা তোমার মেঘের ডানায় ঝরাও কত বৃষ্টি।
তোমার ডানায় জল ঝরে যায় একি অনাসৃষ্টি।
বর্ষা তোমার জলের ধারা ঝরে টুপুর-টুপুর
বিরাম তোমার নেই মনে হয় দিন রাত কী দুপুর।
জল সিক্ত দেহে তুমি বিরাজ কর বসে
মেঘ, বর্ষন, অশান্তি তাই মানায় তোমার আসে।
তোমার দানে ধন্য যে হয় মোদের পৃথ্বি মাতা
তোমার দানে প্রাণ ফিরে পায় সকল তরুলতা।
তোমার কৃপায় শষ্য ফলে বৃহৎ পৃথ্বি তলে
তোমর কৃপায় প্রাণ ভরে যায় নতুন ফুলে ফলে।
বর্ষা তুমি রানীর বেশে বাংলা থেকে বিদায় নাও,
শরৎ কে তাই ঘুম থেকে তুমি জাগিয়ে দাও।

তোমার জন্যে

— আসিফ ইকবল
বি.এ. প্রথম বর্ষ

জীবনের মূল্যে চেয়েছি যারে
ভালোবাসার রিক্ত প্রান্তরে
তুমিই ছিলে যে বকুল
জানি এ মিথ্যা ভুলের তৃষ্ণা
ফুরোবে জানি এ পাওয়ার আশা
জ্বলবে তবু হৃদয় অতলে
তোমার নামের তিনটি শিশিরে
বিন্দু বিন্দু চোখের সিন্ধু
অর্ঘ্য দেবে তোমার চরণে।

রৌদ্দুর ও ছায়া

— কাজেম আলী
বি.এ. প্রথম বর্ষ

তুমি কথা দিয়েছিলে
তোমার হাতে হাত দিয়ে,
শীতের ঘন কুয়াশা ছুঁয়ে,
পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখব।
তুমি কথা দিয়েছিলে
তোমার হাতে হাত রেখে,
বৈশাখের রৌদ্রে সাগর সৈকতের
উত্তাল ঢেউয়ে সারাটা দিন।
মাতামাতি করে কাটিয়ে দেব
বিগত বি-স্মৃতি মনে করে,
কবিতায় এঁকেছি তোমার ছবি
তুমি বলেছিলে দুজনে মিলে।
ফাল্গুনী হাওয়ার অজানার
কোন্ দূর দেশে,
গা ভাসিয়ে হারিয়ে যাব
তুমি বলেছিলে, আমাকে,
আমি তোমার রৌদ্দুর
তুমি আমার ছায়া।

সাথী

— কাকলি মন্ডল
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

ঐ যে লাল সিন্দুর পরলে —
জীবন সংগ্রামের সাথী হলে
মৃত্যুর আগে পর্যন্ত —
ঐ লাল তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে
সংগ্রামের আসল রূপ,
এখানে জ্বালা আছে, আছে মালা
কখনো ছিঁড়বে কখনো পরবে
বিজয়িণী সাজাবে
আবার পরাজয়ের বেদনায় ধুঁকবে কাঁদবে
দেখবে—
কান্নার মধ্যেও সংগ্রাম।

রকমফের

— রবিউল ইসলাম
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

বৃষ্টি, ধ্বংস না সৃষ্টি ?
তটিনীবন্ধন বিস্রস্ত হয়,
প্লাবনভূমি বিস্তারিত হয়,
শ্রোতস্বিনী উন্মত্ত হয়ে পড়ে
আলয়, বীজ অবশিষ্ট থাকে না।
জীব কূল বিনষ্ট হয়, অবশিষ্টাংশ পলায়ন করে,
দূর্গতি অন্তহীন এবং অশ্রুসিক্ত চক্ষু দৃষ্ট হয়।

উত্তরাংশ কি কৃষ্টি ?
এখানে কেউ আলাদা নয়,
স্কুল বাড়ীতে পুঞ্জিভূত হয়।
হিন্দু-মুসলিম এক স্বপ্ন গড়ে-
শরনার্থী শিবিরে ধ্বংস থাকে না,
সম্প্রীতি রচিত হয়, নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা পড়ে ঝরে।
একই খিচুড়ি একই সাথে ভাগবাঁটোয়া করে পাতে বেড়ে।

বৃষ্টি

— জিয়াউল করিম
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

তোমার বৃষ্টি এল সৃষ্টি হয়ে
গাছের নতুন পাতায়।
তোমার বৃষ্টি এল সৃষ্টি হয়ে
আমার ছেঁড়া খাতায়।।

তোমার বৃষ্টি এল সৃষ্টি হয়ে
কামিনী তলার ফাঁকে।
তোমার বৃষ্টি ছিল সৃষ্টি হয়ে
দূরে বিদ্যাধরীর বাঁকে।।

তোমার বৃষ্টি দিল নতুন আভাস
শুষ্ক কত প্রাণে।
তোমার বৃষ্টি আনলো ঠান্ডা হাওয়া
গাত্র শিহরণে।।

তোমার বৃষ্টিতে হলো নতুন আকাশ
ঝক্ ঝকে তক্ তকে।
তোমার বৃষ্টি রইল সৃষ্টি হয়ে
পৃথিবীর এই বুকে।।

তোমার বৃষ্টি দিল ঘোমটা খুলে
কত অবচেতন মনে।
তোমার বৃষ্টি এল আলপনা হয়ে
হয়তো এই ক্ষণে।।

সদ্ ভাবনা

— সেলিনা খাতুন
বি.এ. প্রথম বর্ষ

আমি সত্য, আমি মিথ্যা
আমি করি নাকো কোনো ভয়।
শত্রুকে মোরা হাতে রাখি
মৃত্যুকে করি জয়।
জীবন গড়ার সাথে সাথে
চলার পথে চলি,
এই মিনতি শুধু আমার।
সৎ ভাবনা যতই থাকুক
তবু মনে তোমার আমার
শান্তি যে নেই
ঠিক পথের চলবো মোরা
প্রেমের সুধা বিলিয়েই ।

একটি মেয়ের জীবন

— সামিউন্নিশা পারভিন
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

দেখো ! এ একটি মেয়ে
ওর মনটা কি কেউ বুঝেছে ?
বুঝেছে কি ওর সরল হৃদয়টা ?
কেউ কি শুনতে চেয়েছে ?
ওর কথা !
কিন্তু সে পেয়েছে শুধু
ঘৃণা আর তিরস্কার।
যখন ওর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল
কেউ কি তা দেখতে পায়নি ?
নাকি দেখেও দেখেনি ?

ভাঙা স্বপ্ন

— সামসুরজ্জামান
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

বিকেলের মিষ্টি বাতাসে
আর সুমধুর আলোয়
অথবা জ্যোৎস্না-ভেজা বালির আয়নায়
আজও ভেসে ওঠে কত স্মৃতি !
ভালোলাগা ভালোবাসা বাসি
না বলা কথা, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন
আর কত কি !
তাই আমি ভাসি
ভাসি এলোমেলো আকাশে
দেখি এলোচুলে তখনও তুমি ।
সেই সব মুছে যাওয়া ছন্দ
পথহারা স্রোত
ভোরের কুয়াশার মত
এক রাশ কথা হয়ে আসে।
সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তুমি
ঢেউ তোলো, ভেঙে যাও
ঢেউ তোলো, ভেঙে যাও.....
অথচ মুছে যাও না।

ভূমিকম্প

— ফারুক আহমেদ
বি.এস.সি.(অনার্স) প্রথম বর্ষ

সাথী হারিয়ে গেছে—
কোনো এক মুছে যাওয়া ক্যালেন্ডারের তারিখে,
কাকেরা এখন পালক মেলে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে বসে শীতে।
সমস্ত জীবনটাতেই হচ্ছে একটা ভূমিকম্প।
কোন এক অজানা রিখটারস্কেলে।

স্কেলের দাগ তখন....., জীবনকে খেতে খেতে একটা খাদে গিয়ে পড়ে,
অন্ধকার মূলহীন, শুধু নাভির গর্ত একটা,
পুঁড়তে পুঁড়তে যেখানে সেই জীবন
মারাত্মক একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় আবার।

আবার, আবার যেন সেই শীতের আমেজ কমিয়ে দেয় তার আয়তন
লেকটা কাঁপতে থাকে ভীষণভাবে,
পালক চাই.....পালক,
চাপাচুপি দিয়ে যতবার ঠেলো
ঐ আগুন তাকে নাভির আরো কাছে,
হলক্ার ঠেলায় গলিয়ে দাও যত
মূর্খ ক্যালেন্ডার।

"জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা।" — শামসুর রহমান

বিশ্বাস

— কামরুল ঘরামী
বি.এ. প্রথম বর্ষ

বিশ্বাসের হাত ধরে এগিয়ে যেতে চাই
কিন্তু কোথায় সে হাত।
যে মানুষের কাছাকাছি হতে চাই
সে মানুষটি আজ গৃহিণীর নিঃশ্বাসে।
সে তার অন্তর নিজের অজান্তে জ্বালিয়ে
ছাইকরে বসে আছে ভস্মের মাঝে।
তাকে নিয়ে কি করে অন্ধকারে জ্বালাব মশাল
তাকে নিয়ে কি করে উড়াবো নিশান ?
বিশ্বাসের সমগ্র পরাধীনতার দ্বার
শুধু চাই বিশ্বাসের পথে, চাই সত্যের পথে।
চাই চির অভিশপ্ত শয়তানের
মুখোশ খুলেদিতে।

অনুভূতি

- নাজির হোসেন
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ

জীবন কাকে বলে জানি না,
তবে বেঁচে আছি শুধু এই টুকুই জানি।
ভালোবাসা কি তাও বলতে পারব না
কিন্তু নিঃসঙ্গতাকে আঁকড়ে ধএর
চিৎকার করে বলি—
আমি তোমাকে ভালোবাসি।
সুখ কেমন তাও জানি না
পোড়া কপাল
তবু এই সুখেরই অন্বেষণে ঘুরে মরি সারাক্ষন।
দুঃখ কি একমাত্র সেটাই বলতে পারি
কারণ দুঃখের মধ্যেই আমি সুখী।

মানুষ

— অধ্যাপক নিজামউদ্দিন আহমেদ
(রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ)

মানুষের কাছে মানুষ আসে সুখে দুঃখে
মিশে যেতে শিশিরের মতো সবুজের সরলে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদর করে লতাপাতা ফুল রেনু মেখে
আলো ছায়ার ভেতরে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে নিঃশব্দে
মানুষের কাছে মানুষ আসে সুখে দুঃখে।

লজ্জাবতী লতার মতো চোখ খুলে ভোরের রক্তিম সূর্য
জলক্রীড়া শেষে মেঘের কালো রঙ সাদা হয়।
কিছু মানুষ আছে গাছের মতো ছায়া দেয়
কিছু মানুষ ছড়াতে ভালোবাসে স্নেহ কণা
যার পিছু ফেরা নেই যার ঘরের দরোজা
খোলা থাকে বৃষ্টি বাদল রাতে, সেই রকম
মানুষের কাছে মানুষ আসে সুখে দুঃখে।

বিশ্বকাপ

— সাবিনা খাতুন
বি. এ. প্রথম বর্ষ

খেলা আছে অনেক জানি
ক্রিকেট খেলাকে সেরা মানি।
এগারো জনের টিম্‌টায়
ভারতে সৌরভকে ক্যাপ্টেন কয়।
শচীন যখন পাশে রয়
খেলায় তখন জিৎ হয়।
সেহবাগের একশত রান
দর্শকর মনে আনন্দ পান।
হরভজন যখন বল করে
অন্য দল তখন ভয়ে মরে।
ক্রিকেট দেখি বার-বার
বিশ্বকাপ হয় চার বছরে একবার।
অংশ গ্রহণ করবে চোদ্দটা দেশ
ভারত যখন আছে তখন।
দেখা যাক কি হয় কখন।
কে যে হারে কে যে জেতে
বিশ্বকাপ যায় কোন দেশের হাতে।
শুরু হলে বিশ্বকাপ
সবার মনে প্রবল চাপ।

কেরিয়ার

— রাজু কর্মকার
বি.এ. (ভূগোল অর্নাস) দ্বিতীয় বর্ষ

মা বলেছে হতে হবে ইঞ্জিনীয়ার,
বাবার মতে ডাক্তার।
সবাই চিন্তিত আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে
গড়তে হবে আমার কেরিয়ার।।

দাদু বলেছে অধ্যাপনাই সবার চেয়ে সেরা।
ঠাকুমার মতে, সাংবাদিকতাতেও
এখন এগিয়ে গেছে ছেলেরা ।।

বোনের আবার ফ্যাশন টেকনোলজি
সবচেয়ে বেশি পছন্দ।
দাদার মতে পাইলট,
জীবনে পাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।।

সবাই শুধু বলছে, কিন্তু আমার কথা শুনতে,
হব আমার মত
সেটাই আমার পছন্দ।

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।"

— জীবনানন্দ দাস

যখন ভাবি তোমাকে

— সুভাশিস কর্মকার
বি.এ. প্রথম বর্ষ

কষ্ট কবির কল্পনা সব
ছন্দ-যতি তালকানা
হয় না তাতে অর্ঘ্য দিয়ে
বিশ্ব কবির বন্দনা।

ভাবনা আমার সোজা পথে
তেপান্তরে কিংবা দুরে
যায় না ভুলে একটিবারও
অজানা পথ বন্ধুর-এ।

তাইতো কবির কাব্য সুধায়
বিভোর হয়ে থাকি
এমনি কাটে বে-মিল-জীবন
মনে মনেই ডাকি।

জগৎ কবির করছে পূজা
চন্দ্র তপন আকাশে
কমল দলের শরম ভেঙে
মৌমাছি ভোর বাতাসে।

মেঘের বুকে লিখছে তড়িৎ
সাগর ঢেউয়ের তানে
এদের পাশে আমার স্তুতির
যাকে না কোনো মানে।

ট্রাফিক পুলিশ

— প্রশান্ত মন্ডল
বি.এ. প্রথম বর্ষ

আমি এক ট্রাফিক পুলিশ
কখনো বাজাই বাঁশী কভুদিই শিস্।
তবু কত অভিযোগ কত যে নালিশ
কখনো চলন্ত গাড়ীর সামনে
কখনো রাস্তার পাশে
তবু কত ঝামেলা পাকায় চার শোবিশ।
রোদ বৃষ্টি মাথার উপর
কখনো বা ঘূর্ণিঝড়
সূর্যের কিরণ পশ্চিমে গড়ায়
আপন গতিতে সন্ধ্যা ঘনায়।
পাড়ার ছেলেরা রকে বসে করে ফিস্ ফিস্
আমি এক ট্রাফিক পুলিশ।

পেটুক ভূত

— গোবিন্দ অধিকারী
বি.এ. প্রথম বর্ষ

এক যে ছিল পেটুক ভূত
চেহারা ছিল তার ঝাঁটার কাঠি।
রাত হলেই ঘুরে বেড়াতো,
হাতে নিয়ে খালি বাটি।
বলতো আবার শখ্ করে সে,
একটা মাছ ভাজা হবে নাকি।
মানুষ দেখে ছুট লাগাতো
মনে মনে বলতো বাবা—কিজুত।
এরই নাম পেটুক ভূত।।

I BEGGED LOVE

- **Sonali Naskar**
B.A. 2nd Year

Every one falls in love
But some fail to find love
When I want to speak to my beloved
There is only silence
When I look for you in the moonlit night
I feel my heart pounding
I pray to God
For you to come to my lonely life
You cannot measure the depth of my love
You are the joy of my life.
I wish all men loved each other
As I love you.
I will wait for you till eternity.

The future earth

- **Md. Sabid Ali Gazi**
B.A. 2nd Year

Oh friends, this earth is beautiful
The future too is bright
But alas we are fools to have over looked
this bright side

It's the earth that is good
Gives us shelter, gives us food
But in turn, we are ruthless with nature,

The future of the earth, my friends
lie in our hands !

TO MY DARLING

- **Bulbul**
B.A. 3rd Year

Oh ! Darling where you have gone
For so long ?

I want to see you.
Will you not come to see me ?

Oh! Darling where you have gone
For so long ?

I want to love you.
Will you not give me a chance ?

Oh! Darling where you have gone
For so long ?

I want to feel you.
Will you not let me allow ?

Oh! Darling where you have gone
For so long ?

Take my love full of sky.
I will be waiting for you

Till I die

ছোট গল্প

অপরাধ

- আশুতোষ বিশ্বাস

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েই অশীনের মা তো অবাক !

—'একি দেখছি তুই কখন এলি ? বাড়িতে এসে কি দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে আছে ? তোর দেখছি একদম বাবার মতো স্বভাব হয়েছে, আমাকে ডাকতে পারলি না— নাকি বরণডালা নিয়ে.....'

কথা শেষ না হতেই মার চোখ গিয়ে পড়লো আনার মুখের উপর, মা একটু লজ্জা পেয়ে সংযত হয়ে বললো, -এসো-এসো বাবা, বসো, বলে চেয়ার বার করতে বারান্দায় ওঠার আগেই, আনা মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেললো। এমনিতে অশীন কখনো মাকে ছোটো-খাটো ব্যাপারে প্রণাম করে না, কিন্তু এবার সঙ্গদোষেই করতে হলো। মা দু'জনের চিবুক ছুঁয়ে আশীর্বাদ করলো- 'চিরজীবী হও বাবা'। মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকলো। রান্নাঘর থেকেই অশীনকে বললো— আজকে আবার মিনু আসবে না বলে গেছে—কি সব ওর বিয়েবাড়ি-টাড়ি আছে। রাত্রের বাসনগুলো সব ধুতে-ধুতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তোর বাবাও তো এখনো এলো না, কি যে করে লোকটা। বললো বাজারে যাচ্ছি, এখনো কি ফেরার নাম আছে।

তাড়াতাড়ি দুটো বিস্কুট আর চা অশীন ও আনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো— 'বাবা এই চা-টা খেয়ে একটু ফ্রেস হয়ে নাও, তারপর হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে একটু পরে স্নান করে নিও।

অশীন বললো না মা, আমরা সকালেই স্নান সেরে এসেছি। তোমাকে অত হুটাপুটি করতে হবে না। তুমি তো বুঝি- এখনো খাও নি। সকাল থেকে দু'তিন ঘন্টা পুজোর ঘরে তোমার না থাক্‌লে চলে না, পুজো-ফুজো একটু কমাও, এসব করে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করছো, পেটে তোমার গ্যাসট্রিক- আলসার হলো বলে।

ছেলের অভিমানী কন্ঠ শুনে মা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করলো এই বলে— 'হ্যারে তুই তো গতমাসে বলে গিয়েছিলি এই মাসের শেষের দিকে আসবি, তো হঠাৎ এলি যে ! ফোন-টোনও তো করতে পারতিস্, তোর বন্ধুকে নিয়ে আসছিস্, তোর কোনো অসুবিধা-টিধা হয়নি তো, তোর শরীর ঠিক আছে। দেখিস্ তোর বাবা কেমন গজ্ গজ্ করে। সব সময় ও তোর কথা বলে। আজকাল তোদের কলকাতা শহরে হরদম এ্যাকসিডেন্ট-মারামারি হচ্ছে। সেদিন তো উনি সকালবেলায় কাগজ খুলেই আমাকে দেখালো তোদের কলেজের রাস্তাতেই নাকি ২১৩ নম্বর বাস পুরো যাত্রী নিয়ে একেবারে নালায় পড়ে গিয়ে কত কত লোক মারা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী সেটা দেখতেও গিয়েছিলেন। তারপর তোর ফোন পেয়ে উনার স্নান খাওয়া কোনোরকমে হয়। এই পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ মা সরাসরি আনাকে প্রশ্ন করে বসে।

—হ্যাঁ মা, তুমি তো দেখছি কোনো কথা বার্তা বলছো না। তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি বেশ শান্ত, তো তোমার নাম কী ? তুমি কি আমাদের অশীনের সঙ্গেই চাকুরি করো ?

হ্যাঁ পাঠক, অশীনের মা তার সতীর্থ প্রতিবেশিদের বাড়ি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গল্প গুজব করতে কোনোদিন নিজে যায়, অথবা কোনোদিন তার সমবয়সী প্রতিবেশিনীরাই তার বাড়িতে আসে। একটু পান যায়, একটু টিভি খোলে, একটু অন্যের ছেলে-মেয়ে নিয়েও পরচ্চা করো। অশীন সম্পর্কে পড়শীদের ধারণা একটু আলাদা। শিক্ষিত, কলকাতায় থাকে, চাকুরী করে এরকম একটা বড়ো বড়ো ধারণা তার সম্পর্কে আছে। আসলে অশীন একটা কলেজের পার্ট-টাইম লেকচারার। ওটাই ওর মা-বাবা থেকে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কাছেই 'খুব বড়ো চাকুরী'।

আনা মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই অশীন মাকে বললো- 'মা ও হচ্ছে আনা, মানে ওর ডাকনাম। ভালো নাম শামসন নাহার। ও আমার থেকে দু'বছরের জুনিয়র, ও চাকুরী করে না তবে চাকুরী পেতে গেলে যে ট্রেনিং নিতে হয় সেটা ও এখন কলকাতা থেকেই নিচ্ছে। আর ওর সঙ্গে আমার আলাপ অনেকদিনের। মা, তোমাকে একদিন বলেছিলাম না, আমার এক বন্ধু কলকাতাতে একজন মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতো। চাকুরী পাচ্ছে না বলে বিয়ে করতে পারছে না, তো গত মাসে ওরা কোর্টে বিয়ে করবে বলে বিয়ের কাগজে সই করেছে।

অশীনের মা সহানুভূতিশীল বিজ্ঞ কোনো এক মায়ের মতোই হ্যাঁ-হ্যাঁ করে সায় দিয়ে গেলো। বললো—ও আনা তাহলে সেই তোর বন্ধুর বউ। তোর বন্ধুই বা কেমন, সে কেন সঙ্গে আসে নি। আমি বাবা তোমাদের বন্ধুত্বের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বুঝি না।

— আনা, তোমার বাড়িতে মা, বাবা সবাই ভালো আছেন তো ? তারা জানেন তোমরা বিয়ে করেছো, আর এখন অশীনের সঙ্গেই এসেছো ?

— হ্যাঁ মা জেনেছেন বলেই আমাকে খুব বকাবকি করেছেন। মা মেরেওছেন। বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন বলেই চলে এসেছি। মা, আপনি আবার আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না তো ?

—কি যে বলো ! হিন্দু- মুসলমান কি আছে, আমরা তো সবাই মানুষ। আরে তুমি যে মুসলমান তা তো তোমার গায়ে বা কপালে কোথাও লেখা নেই। এতো না বললে তো আমি বুঝতেই পারতাম না। তবে তোমার বরটি এখন কোথায় ? যে জানে তো তুমি এখানে এসেছো ?

— জানে মানে সেই তো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

— কই ডেকে নিয়ে এসো তাকে। নতুন বর লজ্জা পেয়েছে বুঝি ? চলেই অশীনের মা আনাকে জড়িয়ে ধরে হাসতে শুরু করলো।

বাঁধভাঙা হাসির উচ্চনাদ হঠাৎ থেমে গেলো, অশীনের বাবার জুতোর আওয়াজে দুই হাতে বাজারের দুটো ব্যাগই ভর্তি। ব্যাগ দুটো কোনোক্রমে বারান্দায় নামিয়েই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

— কি হলো এত হাসছিলে যে ! ও - কে-ও।

— তোমার অশীন দেখো কার নতুন বউকে ধরে নিয়ে এসেছে একদম তোমার বাড়িতেই -তাই হাসছি।

— কার বউ না তোমারই বউমা, ভালো করে দেখো। নাও বাজারগুলো রাখো। ওদের কিছু খেতে দিয়েছো, বলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে অশীনের, মায়ের মুখের দিকে আধো হাসি-আধো মৌন মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

অশীন তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে, আর আনা অশীনের মার কাছ থেকে ছুটে এসে বাবাকে প্রণাম করলো। অশীন মাটির দিকে মুখ রেখে উচ্চারণ করলো—বাবা, তোমার কথাই সত্যি। মাকে বন্ধুর কথা বলেছি- সেটা একেবারে মিথ্যে কথা। বন্ধু-টন্ধু নয়-আমিই বিয়ে করেছি। ওদের বাড়িতে ব্যাপারটা মানছে না, আর কোনোদিনও মানবে বলে মনে হয় না। ওকে ওর বাবা মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার নিজের বন্ধু-বান্ধবীরাও অধিকাংশই আমার পাশে আর নেই। কিন্তু বাবা আনা খুব ভালো। ও ওর বাড়ি-ঘর- আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে এসেছে আমার সঙ্গে । তুমি অরাজী হ'য়ো না। জানি তোমার খুব দুঃখ হচ্ছে। আমি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোনো ভাইবোন নেই— আর তার জন্যও হয়তো তোমার দুঃখটা আজ আরো বেশি। কিন্তু বাবা, মানুষ তো সবাই সমান। আমরা এই একবিংশ শতকেও কেন চামড়ার রং, ধর্ম, জাতপাত নিয়ে মাথা খামাবো। আনা তো কোনো না কোনো বাবা-মায়েয মানব সন্তান। আনাকেও একদিন ওর বাবা-মা বিয়ে দিত, আর কোনো মানবের পুরুষ সন্তানই তাকে বিয়ে করতো, সেটা আমি ধর্মে হিন্দু বলে কেন আমার তাকে বিয়ে করার অধিকার থাকবে না। এই শিক্ষা তো বাবা আমি তোমার কাছেই পেয়েছি।

অশীনের বাবা রাশভারী লোক। কথা কম বলেন। যেটুকু বলেন সেটুকুই শেষ সিদ্ধান্ত বলে প্রতিপন্ন হয় পুরো সমাজে ও পুরো পরিবারে। অঞ্চলের যেকোনো বিচার-সালিশী বা আইনকানুনের যে কোনো কাজে তার বাবার ডাক আসে আর-তার-কথাই সব চূড়ান্ত হয়।

অশীনের কথা ও বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রথম অশীনের বাবা সিদ্ধান্তের রায় দিতে কেঁপে উঠলো। চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। এই প্রথম চোখের চশমা বার বার করে খুলে মুছেও দৃষ্টি পরিস্কার হচ্ছে না। মুখ থেকে কথা বেরোতে গিয়ে যেন বাঁধা পড়ছে, গলায় একতাল সর্দি এসে বার-বার জমা হচ্ছে। চতুর্গুণ ভারী গলায় শুধু উচ্চারণ করলো- 'অশীন তুমি বড়ো হয়েছো, ততোধিক বড়ো সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই নিয়েছো। জানি ছেলে আঠারো বছর বয়স্ক হলে তার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোনো বাবা-মায়েরই উচিত নয়। আর আমারও উচিত হবে না। তুমি সম্পূর্ন নিজের খুশির জন্য-নিজের আনন্দের জন্য, তোমার স্ব-সৃষ্ট খুশিতে সমাজ-পরিবার-আত্মীয় -স্বজনকেও জড়ানো তোমার উচিত হবে না। কাজেই তুমি মুক্ত বলগাহীন আফ্রিকান ঘোড়া। তুমি এখন এসো।

এরই মাঝে অশীনের মা আবার পুজোর ঘরে গিয়ে হত্তা দিয়েছে। তাকে আজ জানতেই হবে তার ইষ্টদেবতার পায়ে সে কি অপরাধ করেছিল।

Essays

Idea of Simultaneous Parliamentary and Assembly elections in today's India- A non-Starter.

- **Dr. P. K. Basu**

India is said to be the world's largest democracy and also the most vibrant and effective one, It is a fact that quite a good number of changes in the ruling patterns have been discernible here without any violent upsurge or armed intervention -so common in the neighbouring areas. Here the people have not failed to adjust themselves with the new and alien pattern of a Parliamentary Democratic system imported from Great Britain where elections to legislative bodies at periodic intervals are placed at the pivotal position. Of course, to many, the people of this vast country have with them. the past experiences of the republics of vaishali and licchavi and the ideals of Dharma (righteousness)- ruled kings from Vikramaditya to Shivaji. The constitution of India has provided for a specific period of tenure (5 years) in respect normal circumstances. In fact, the first five elections since 1952 provided for simultaneous polls of the Lok Sabha and the Vidansabhas of various states.

However, the break in the cycle was caused in 1971 in the aftermath of Indo-Pak war on Bangladesh liberation (Split in the Indian National Congress. call for conscience voting in the Indian Presidential elections 1969 and advancement of the scheduled elections of 1972 for capitalising the exploits of success in the Bangladesh liberation etc. proved to be the catalist), and from then onwards, plan for simultaneous elections to the Lok Sabha as well as the Vidhansabhas went haywire. The powerful emergence of small and regional parties as the makers and breakers of parliamentary governance changed the election scenario drastically. These parties led by regional satraps could take full advantage of the breakdown of monolithic

character of the Indian National Congress starting from the fourth general elections, 1967. Of late, it has resulted in making every year a sort of election year - with so many elections at frequent intervals both at the centre and at various states.

A proposal for simultaneity of the elections in respect of Loksabha and state Vidhansabhas has recently been floated by the Deputy Prime Minister and it has already created a sort of controverry with regard to the feasibility of such an exercise in the present political scenario of the country. Many have even hinted at evil political design behind this move. Among other adversaries to this move, the Chief Election Commissioner of India castigated it in no uncertain terms in the name of upholding the principles of democracy.

It is a fact that nowhere does our constitution stipulate anything against the simultaneity of elections and the National Commission to Review the Working of the constitution (NCRWC) is said to have recommended that with a view to reducing costs and strain on human and other resources, state and parliamentary elections, to the extent psosible, should be held at the same time. Nevertheless, the ground realities over the years have become so marked that the very concept of simultaneity of

The Tale Tells

Madhumita Majumdar
Lecturer, Dept. of English

Fairy tales and fables are for children. This might be the belief but that does not mean that there is nothing beyond mindless fantasy in the tales. It might sound paradoxical but most often our beliefs, dreams have their origin and roots in the fairy

When Charlotte Bronte in her novel, Jane Eyre, allowed Jane to helps Rochester who falls from the horse, the author was trying to break the myth of the fairy tales. yet perhaps to all of us ".....and they lived happily ever after", remains

such a tempting thing.

Fables and folk tales are often the easier way to convince or tell a child to walk on a certain path or teach him a moral lesson. The story of the farmer who keeps on felling his sons to stand united is a wonderful example of easy demonstration. The farmer had failed in his effort till of course he tries out a very physical demonstration by bunlde of sticks. The moral of the action is not lost upon his sons and many others who have read the tale.

In a generation increasingly learning to grow the child on television and computer games, its time, they once again realised the importance of Thakumar Juli, Aeosop Fables and fairy tales and many such warks. The increasingly inattentive and restless young minds will find good soil as had the sons of a king through the tales of Panchatantra thousands of years ago. It is worth discovering the values and the stories of the fantasy world once again to make our real world more beautiful.

Impact of Higher education on the development of society in the upliftment of social and moral values.

- **Nanda Ghosh.**
Dept. of Philosophy

It will not be surpring to note that our present time is undergoing an erosion in human value. Whether it is an obvious corollary of Liberalisatia / Globalisation or whatever. We are experienceing it in probably every sphere of our life. It is true that we find different parameters of value operative in different ages but at present we hardly take the parameters for granted. In a way we are slowly moving away from

the concept of value as or social functionary 'what suits me' is precisely a value of we - whatever that mingt be. It is in this sense that H.Ed. needs an intervention.

By ed. what Tagore means is to bring out all round development of human personality. Gandhi views ed. as to build the ability to contribute to society for Vivekananda ed. is the manifestation of the perfection already in man. Is such a system of ed. is introduced, the full potentiality of the student is released and he is enabled to think for himself. They will be in a position to add to their moral and spiritual statement and they will be enabled to bring about intellectual, moral, emotional integration and well being of the society. And their participation will make for national integration and social harmony in the long run. To fallow B. Russell H.ed. develope Characteristics was in human being -

Vitality, Courage, Senstiveness and courage.

No doubt we have achieved massive technological advancement and modern age is showing a sort of disrespect to our tradition, cultural heritage just because it is not scientific always but our culture / Tradition is not necessarily unscientific too. To follow Ashis Nandy, one of the sensible thinker of present time, we can have a new look to the nonscientific domain and 21st century has the duty to legitims some of our non-scientific tradition. We most not make any watertight compartment but. modernity and tradition.

It is not Modernity and vs Tradition but Modernity and tradition instead. in a co-operative sense. Tradition must be seen as a part of mode science nor as its rival. This kind of concept is not absolutety unknown-It is aready embedded in our nation of enterdisciplinary studies and enterprises.

Ed. in its positive role develops humanity i.e. controlling our animality by rationality. It is for this reason we find the great saying 'বিদ্যা দ্দজাদি বিনয়ং'where বিনয় means self-control and in its negative role it helps in removing the religions, linguistic cultural barres standing in between that acts as a hindrance to the fullest possible manifestation of the potentials. It is probably for this reason plato compares the function of a teacher with that of a mid life- Just to bring but the inate capalitities already in man.

Unesco in one of its report mentoned 4 goals of ed.

Learning to know

..... to do

.....to be

.....to live together

This it is ed. that teaches us the art of living together by means of peaceful co-existence and thereby power the path for National Integration.

Now-a-days we are experiencing a new spirit of oneness which will hold the entire Human Race. This may be an outcome of Globalisation though it is true that there is a Global worry about this Globalisation yet we find its echo in the concept of 'বসুধেব কুটুম্বকং,' or Aurobindo's world family or Tennysons Parliament of Men.

The entire cultural Heritage is exhibited through Globalisation and we have the opportunity to pick and choose therefrom by exericising our rational faculty and thereby evaluating them. We can revitalize our respective local Identity. In this way we can make a perfect blend of the local with the Global.

But it may be observed that Modern Youth are facing a crises -crisis in the environment and also crisis in the values they adopt :

The environment in which a child getting transformed into a youth may be summarized as :

(i) High expectation from other parental/peer/ pressure

(ii) Competition, win-to-win situation the preferred one

(iii) Corruption

(iv) Terrorism & Violence - Exploitation of youth

(v) Cultural bombardment

(vi) All out exposuer - digital / media/literature

(vii) No note mode

The resultant values, attitudes,behaviorious that we experience in our Modern youth are :

Value Attitudes & behavious

Selfishess _____ Rebellians

Disrespect _____ Casual

Sowhat culture _____ outspoken

ornesting / challenging mind _____ no commitment

Frustration : make belief struction - nor the reality

Whether these are the outcome of Globalisation on or nor is debatable - what is important is that, we must with our efforts putting together, try to correct them.

But how to face then if the claim that it is just the opposite, it is the elder generations who need to change themeselves - what will be our space ? How to persuade them ?

One might get tired of hearing so much of our cultural Heritage, Vivekananda, plats, Russell and so a how to tackle these modern youth who after all are no less intelligent than us,

There is no over-arching all pervading 'The Solution" to these problems. As each & every individuals is unique in his understanding, behavious, deeds, theorization, possession of basis ideas so every one of them needs totally different 'Solving approach'.

I appeal to all especially to the teachers who should take this as challenge and try to understand at least one modern youth with all sincere efforts.

I think this is the tone of OPITIMISM which is the need of the hour that will act as a catalyst to change the society gradually if nor radically.

Evolution of π (Pie) in Ancient and Medieval India.

- Shib Sankar Sana
Lecturer. Dept. of Mathematics

In the history of Indian geometry, three distinct periodes can be mentioned :

1. The Pre-Aryan period, the remains of whose civilization have been dug up in Harrappa, Mohenjo-daro and other places in the Indus Valley.
2. The vedic or Sulbasutra period, and
3. The post-Christian period.

The branch of mathematics which received the earliest attention was also geometry.

The sulbasutras (5th to 8th century B.C.) is a manual of geometrical constructions. Indian geometry after the sulbasutra period grew up for the sake of the circle, the celestical circle. The sulbasutra attempt to square the circle and to circle the square. But the methods are 3.004, 3.0883 and 3.0885, Slight by better than the ancient and very tough value 3.

The ancient jainas did much more with the circle. They were aware that there is a fixed ratio between the diameter and the circumfrcrnce and that the circumterence multiplied by one-fourth the diameter is the area of a circle. The suryaprajnapati records the use of 3 as the value of π which is condemned, while the approved value is $\sqrt{10}$. There has been much speculation about the origin of the value $\sqrt{10}$ for π, found in all the Jaina works as also in Bratsmagupta. The explanation offered by Hunrath as given by cantor is :

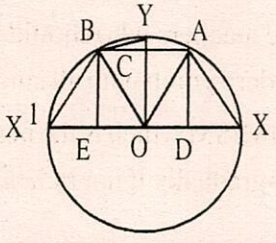

Fig- I

The segment YC (h6) formed by the side of a regular incribed hexagon will be

$$h_6 = \frac{1}{2}\left(d - \sqrt{d^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} \right)$$, d is the diameter of the circle.

$$= \frac{d}{4}\left(2 - \sqrt{3}\right) = 1\frac{d}{2}, \text{ taking } \sqrt{3} = \frac{5}{3} \text{ approx.}$$

Now the side of the regular inscribed polygon of 12 sides will be given by

$S_{12}^2 = h_6^2 + \frac{1}{4} S_6^2$ (where S_6, S_{12} are the sides of the hexagon and the 12-

sides figure respectively.) $= \left(\frac{d}{12}\right)^2 + \frac{1}{4}\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{10d^2}{144}$

Hence it's perimeter $= 12\sqrt{\frac{10d^2}{144}}$

or, $(\text{Perimeter})^2 = 10d^2$

If this is equated to the square of the circumferences π comes out neeatly as $\sqrt{10}$. In the other early jaina works like the Iyotiskarandaka and the Jambudvipasamasa of Umasvati, π is invariably equal to $\sqrt{10}$, which value holds the field right up to the time of Bhaskara-II, though Aryabhatta-I has a very good value for π. Amongst the jainas too virasena author of the Dhavala Tika on the Satkhandagama gives a better value of π.

व्यासं षोडशगुणितं षोडशसहितं त्रिरूपरूपैर्भक्तम्।
त्यासं त्रिगुणितं सूक्ष्मादपि तद्भवेत् सूक्ष्मम्।।

When the diameter multiplied by 16, combined with 16 and divided by 113 is again combined with thrice the diameter will be most exact. Thir will give the curious expression $\frac{16d+16}{113} + 3d$. The constant term 16 in an expression for the circumference in terms of the diameter is illlogical and if that 16 is removed, we get the well-known and close approximation for π, $\frac{355}{113}$.

Aryabhatta's value of π, though well-known, bears quotation again.

चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्तिस्तथा सहस्राणाम्।
अयुतद्वयविष्कमिस्यासन्नो वृत्तपरिनाहः।।

The proximate value of the circumference for a diameter of 20000 is 62832.

i.e., $\pi = \frac{62832}{20000} = 3.1416$

The value is quite a good one and yet Aryabhatta recognises that it is 'asanna' only, a near approximation. Bhaskara's $\frac{3927}{1250}$ is Aryabhatta's value with the common factor 16 removed from the numerator and denominator.

The theorem "The side of an inscribed hexagon is equal to the radius of the circle" must have been known in India quite early. Aryabatta enunciates it. The proof is given by the cemmentator Nilaknatha as also by the author of the Yuktibhasa :

Let XOX^1 be a diameter of the circle with O as centre and OXas radius (See Fig -I). Mark the points A and B on the circumference such that $OX = AX$ and $OX^1 = BX^1$. Then OXA and OX^1B are equilateral triangles. Now draw perpendicular AD and BE on the diameter XOX^1. Therefore, D and E are mid points of OX and OX^1 respectively, as the trinagles are equilatera.

Therefore, $AB = ED = \frac{1}{2}.OX + \frac{1}{2}.OX + \frac{1}{2}OX^1 = \frac{1}{2}XOX^1 = \frac{\text{diameter}}{2}$ Proved

Ganesa Suggests that the side of the 384-sides - polygon inscribed in a circle of diameter 100 was calculated by repeated application of the formula

$$S_2n = \sqrt{\left(\frac{Sn}{2}\right)^2 + \left(r - \sqrt{r - \left(\frac{Sn}{2}\right)^2}\right)^2}$$

Let OY = T. Now from right angled triangles OCB and CBY, we have

$$BC = \frac{S_6}{2}$$

Now, $OB^2 = OC^2 + BC^2$

$$\text{or, } OC^2 = r^2 - \left(\frac{S_6}{2}\right)^2 \quad \because OB = OY = r$$

$$\text{or, } OC = \sqrt{r^2 - \left(\frac{S_6}{2}\right)^2}$$

$$\therefore YC = r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{S_6}{2}\right)^2}$$

Again, from ΔCBY,

$$BY^2 = BC^2 + YC^2$$

$$\therefore \quad S_{12} = BY = \sqrt{\left(\frac{S_6}{2}\right)^2 + \left(r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{S_6}{2}\right)^2}\right)^2}$$

Similarly we can obtain

$$S_2n = \sqrt{\left(\frac{Sn}{2}\right)^2 + \left(r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{Sn}{2}\right)^2}\right)^2}$$

Where Sn and S_2n are the sides of the polygon of n sides and 2n sides respectively inscribed in the circle.

The Yuktibhasa employs for the same purpose the method of the escribed polygon, starting from the square and proceeding upto the polygon with a very large number of sides.

In these two methods, by increasing the number of sides of the polygon, any desired degree of nearness can be achieved though the exact ratio can never be arrived at. The measure of the circumference in a circle of diameter 900,000, 000, is 2, 827, 433, 388, 233.

i.e, $\pi = \frac{2,827,433,388,233}{900,000,000,000} = 3.14159265359$

The Kriyakramakari gives another as still closer.

i.e, $\pi = \frac{104348}{33215} = 3.1415926539211.....$

The karana paddhati gives 31, 415, 926, 536 as the circumference for a diameter of 10,000,000,000. Aryabhatta - II gives $\frac{22}{7}$ as the suksma (accurate) value of , whereas Bhaskara gives it as the sthula (gross). To the author of the kriyakramakari it is atisthula, very gross.

To a poet nothing can be useless.

— Samuel Johnson, Rasselas

Computer & Management Information System CMIS

- Nabin Kumar Samanta

Computer is a term applied to a group of interrelated electronic devices that automatically —

i) Accept and store input data ;

ii) Process the same ; and

iii) Output the processed results in the form of reports.

Computer itself in two separete conception - Software and hardware. the sequence of Pre-written instruction which is inbuit system within the computer to provide the requisite output referred to as programms and such programms, associate rules, procedures and documentation one together also referred to as computer software. In contrast, compute hardware comprisres of all the physical equipment necessary for computer Processing. In fact, it consists of central processing unit (CPU), storage devices, peritheral equipment, input- output (1/0) devices and data preperation

Generation of Computer :

First generations of computers 1950-59 : The first computers that came in the market namely EDVAC, UNIVAC, IBM710, IBM650 etc. one ofter referred to as the first generation computers. The computers generally used vacum tubes were large in size, required much air corditioning, had little internal storage and were relativly slow.

Second Generation of Computers 1959-65 : The 2nd generation of Computers that came in the market namely IBM1401, IBM1620 and IBM7094 etc. used transsitor and performed the same function of an a vacum tube and is much smalle, less Esprnive, generation little hets and consume less power.

Third generation of Computers (1965-1974) : The third generation computers functioned in a multiprogramming environment they supported High Level Programming Langnages and used the inlegrated cirumits instead of transisors.

Fourth generation of Computer : (1974-1980) : The fourth generation of

computers that came in the with marketter many new types of terminals and means of computer access. This generation also includes the introduction of micro-tecthnology and the advent of micro computers, data bases and txtremely large internal and external storage capacity, office, information system, word processing and electronic media.

Fifth generation of Computers (1980-) : The fifth generation project is a major undertaking initiated by Japan and America to develope computers capable of processing vast amount of data of extremily fast rates of speed. This generation of computers are those bessically using today like personal computes etc.

Classification of cumputers :

A Large scale computers system : It has one or make central processing units for computation and to perform apsution such as an addition to a period which is less than one milliounth of a second. The system can work one number of taste at a time.

A medium scare computer system : It has reduced stronge capacity and performance as compared with a large scale computer. The operating speed is also about 1/10 fn of that of the large scale computer.

A small scale computer system : It has almost the same configuration as that of either large or medium scale computer but has slower operting speed.

A mini Computer System : The typical mini computer is small in size and its main memory is small also and the number of input-output devices which can be attached toil-in limited.

A micro computer Systems : It has been made possible by the large integreted cirkits and mass production technique. It consists of a micro processor, a key-board for input and a display screen for output. Its physical size in very small, all the necssary cirkits can be stored one chip less than half an inch squre micro computers also known an personal computers.

Applications of micro computers : The most popular type of micro computer applications inlude the following.

(i) Word Processing : Micro computers ane used as word processing to prepare micros, letters, reports and other documents with the help of word processing and other writing support software.

2. **Decision Support :** By the help of electronic spread sheet it allows and users to build spread sheet models of business sitration like planning, buddgeting and analysis of business perfomance and of a result to provided interacting support for decission making.
3. **Data base Management :** File and daterbense Management Software allows end users to build and Maintain failes and data basis of : business records.
4. **Graphics :** By the help of Graphics software puckages. with loss printers, optical scanners and other devies, it allows end users to produce a variety of charts and graphics images.
5. **Communication :** Tele communication netwrokes, software packeges and hardware allow and mass to access the databasis of their organisation and the data banks of eathral information serivces.
6. **Application developemet :** A variety of programming languages and computer aides software engineering (CASE) tools develop and automate meny parts of developing process for information systems.
7. **Engineering :** Super Micro Computers anr being used an powerful technical words technical orien tation for computer aided design.
8. **Personal & Home use :** Micro computers use a variety of video game, educational and home manegement Softwar packages to entertain, edveate and suppot personal and family financial management.

Management information Systems (MIS) :

"Management information system is a comprehensive and co-ordinated set of information subsystems which are rationally integreted and which transform data into information in a variety of ways to enhance productivity in conformance with manages styles and charracesistic on the basis of established criteria.

Therefore MIS is a system that aids management into making. Carrying out and controlling decision. The notion of MIS refers to the formal systems installed in an organisation for purposes of collecting, organisring storing and processing data and presenting useful infornation to management at various length. It sevres as an aid to managerial fuction of planning and control. Many medium sized and large size enterprocess find it convenient to computterise their MIS to make it automatic and

highly orgained the advent of high speed electric computers has provided to be a boon to organisation for making thier MIS very sophiticated and efficient to controlling and decission Making.

The very character and content of MIS have undergone significant changes as a rsult of computerisation software, MIS hes almost come to mean computer based MIS.

Installation of computerised management information systems

An enterprise does not used a jungle of information. The information has to be speific and pricised, Just according to the need of planning and controlng. Excesive information may sometimes bad to chaosch and confusion. Too much information available but not used can be a costly wareste. Obviously, These in a defirite need for well defined and well set MIS. But installation of MIs in an organisation is not an easy task. This needs the guidance of specialists leader whom the need of information at various level of management has to be recognised and to find out the best available sources to get these information. Briefly, following one the steps for the installation of MIS.

1. To know the needs refarring infor mention.
2. To explain the objective of MIS.
3. To determine the sources of information
4. To set the method of callection and classification of information.
5. Method of siming information
6. Lost porfit Analysis
7. Evaluation.

Problems of installing and aperting computer Board MIS in indian environment :

The problems of installing a computer based MIS in Indian Environment are as follows :

1. Tlıreat to status : A seminar personal under the new set many be down grounded.
2. Threat to ago : after installation the same, computer options mary perform the jobs if skilled worker that lows to a change may hust the ago of skilled warokers.

b. Economic thrrat : Some after works mcay resist the instrlation of MIS due to

fear of loss of their jobs in teh new setup.

4. Job complexity : the implementution of a new MIS may lead to the need jobs computer.
5. Isocation : Some of the for managers resist the use of MIS because in furture they may be deprined of personal information which they work feeting in the past.
6. Time rigidity : The implimentation ot his system is opposed as it works in a pre-devided time schedule.
7. Inter personal relationship Changed : The system is resisted as formal/informal work groups and working relationships are broken up.

To overcome : the impact of computers and MIS today at supervirory management level is inevitable. The computers and MIS are seen in the cospruter word as complementary as well as supplimentary. This computerised MIS helps to make influecench in the development, evaluations and inpkimation of a soution to a problem under decision making process. So the following proints /steps heay be adapted to overcome the about custed problem :

1. Create a climate of Change.
2. Develope effective effects of change.
3. Modify the required organisation system.
4. Suppot of top management
5. Centtet & Maintain of MIS
6. appoint qualified systems and management staff.
7. Evaluate the MIS
8. Make it all -users-orineted in the organisaton

After all computers were not originally planned for processing information but today this in the mayor use for which they one applied in business situalioun the reason fors this in their spreed of processing , calculating and retrieval of data. In fact computer technology has been considered as a mayor factor in inducing MIS development. If has come as a significant tool in information processing and storage.

Fine art is that in which the hand, the head, and the heart of man go together. **– John Ruskin, Two Paths**

Economic development vis-a-vis environmental management dichotomy in India - a few comments.

- **Debjani De**
Lecturer in Geography

There are two broad issues on which attention is currently being focussed in the third world countries including India. The first is the problem of develpment, its process and direction. The other one is the problem of environmental management. Both are considered to be of vital concern not only of the developing countries but also of the entire world,of course. these twin problems cannot be treated separately and an integrated approach is needed for addressing to the problems for better results.

Poverty and Pollution : The debate gradually took shape after the second world war and was formulated in the Declaration of the club of Rome in 1968, which was included in the book entitled 'Limits of growth' published in 1972. This Declaration gave priortity to population on control and environment management over economic development.

The trouble is not the difference in outlook and approach to the question of development and enviromental management among developed and developing conntries. This difference is natural and undestandable. The developed world grew out of the centuries of resource exploitation of the colonies and that continues in different forms even today. Now that the developing countries put forward increased claims on their resources for their own well-being, the developed world feels endangered as their affluence appears to be threatened by the very pressure of poverty-stricken millions of the third world with their seemingly bottomless demanms.

Again the trouble lies in the difference in outlook even within the third word countries where development in most cases has become sysnoymous with enrichment of the upper sections of the society who manage to grab the creen of all developmental benefits at the expense of the vast majortity of the people. Moreoves, such development process hardly ever bothers about the health of the ecological system and thus causes serious imbalances.

For example, the Narmada Valley project is aimed at benefitting the farmers of Gujarat mainly and marginally those in MP and Maharestra who live in the command area. Those in favour of this highly controvesial project harp on the positive aspects, such as economic development of those three states in terms of supplying much-needed irrigation water and electiricity. On the contrary, who can deny that this project will displace lacs of people mainly belonging to the tribal community; that the benefits will acquire to the rich farmers only and that too in a small part of central Gujarat, while the most of the water-thirsty western part will remain as it is ; that the sarvar sarovan reservoir will destroy large forest area and consequently cause serious ecological inbalances, ; that the project will lead to water -logging, incereased salinity in soil and so on.

Thus the debate has come down to the level of development Vs environment. It is a fact that developmental works are meant to meet the basic needs of the existing as well as increasingly growing population. It is also true that development without minimum interference in the quality of environment is virtually impossible. Nevertheless, the problem lies in the difference in outlook to the process and direction of development. In most cases economically and socially better off people further imporve their lot by grabbing developmental benefits at the expense of marginalisaton and deprivation of the vast multitude of the poorer sections of the society. This signifies a dangerous trend and poses a great threat to the unity and intergrity of our nation.

But then a developing country like ours will have to undertake appropriate developmental task and quicken the pace of growth. It is just not possible, nor desirable, to go back to nature and live as man did centuries of years ago. Hence interference with nature cannot be totally ruled out.

However, one has to see that this interference is minimised, and damages compensated as much and as quickly as possible. Utmost care is to be taken to tag developmental 'projects with environment protection programme as far as practicable, not only for the success of the projects concerned but also for the survival of the humanity as a whole.

Few were his words, but wonderfully clear.

– Homer Iliad

A rift over the subsidy-issue among the developed and under developed nations at WTO.

- **Dr. Tapan Banerjee**
Part-Time Lecturer in Economics

Most of the politically and economically concious people cast their attention to recent ministerial summit at WTO (World trade organisation) held in Kankun, Mexico. In this summit the mounting political pressure did not deter the developing countries like India, Brazil and China to budge from their demand for a commitment from European Union (EU) and USA for phased elimination of domestic support and export subsidies on agricultural products which delayed the formulation of revised draft on this crucial issue.

The aliance building by developing countries to protect the interest of farmer in developing world has forced the facilitator to cousider the addressing the developing countries' trade concerns.

Developing countries like India can not sell the agricultural products in world market because the developing countries can not compete with subsidised agricultural products in the developed nations.This attempt done by developed world headed by USA threatens the live hood of 650 million people depended on agriculture. The Indian trade minister Mr. Arun Jaitley firmly arised the Voice This is the rationale behind why the developing countries are demanding elimination of domestic support and export subsidies in industrialised nations.

Therefore G-22 (Group of 22 leading developing countries including India) have been firmly determined to protect the interest of 50% of world population and 65% world farmers living in developing nations.

EU's and USA's attempt to break the integrity on the issue of elimination of subsidy among the developing nations has not been successful at WTO.

As a rational Indian we shall be keeping the watch to what extant the developing nations could realise their demand from developed ones.

Good words are worth- much and cost little.

— George Herbert

GOVERNING BODY

1.	**Abdus Sattar Molla**	: President	(Govt. Nominee)
2.	**Dr. Pradip Kumar Basu**	: Principal	(Secretary)
3.	**Sri Badal Jamadar**	: Member	(Govt. Naminee)
4.	**Dr. Dilip Kumar Nandi**	: Member	(University Nominee)
5.	**Sri Mrinal Kanti Bhattacharya**	: Member	(University Nominee)
6.	**Moslem Ali Molla**	: Member	(Sabhapati Bhangar-1, Panchayet Samity)
7.	**Smt. Luna Kayal**	: Member	(Teachers' representative)
8.	**Smt. Nanda Ghosh**	: Member	(do)
9.	**Smt. Debjani De**	: Member	(do)
10.	**Dr. Nirupam Acharya**	: Member	(do)
11.	**Abdur Rahim Baidya**	: Member	(Non-Teaching representative)
12.	**Sri Bimal Kumar Naskar**	: Member	(do)
13.	**Abdul Maruf Molla**	: Member	(Students' representative)

TEACHING STAFF LIST

	Principal	:	Dr P. K. Basu
1.	**Luna Kayal**	:	Education
2.	**Supriya Ghosh**	:	Education
3.	**Nanda Ghosh**	:	Philosophy
4.	**Samima Yesmin**	:	Philosophy
5.	**Subrata Goswami**	:	Commerce
6.	**Nabin Samanta**	:	Commerce
7.	**Debjani De**	:	Geography
8.	**Sujata Biswas**	:	Geography
9.	**Debasis Das**	:	Geography
10.	**Antara Jana**	:	Geography
11.	**Shib Shankar Sana**	:	Math
12.	**Dr. Nirupam Acharaya**	:	Bengali
13.	**Asutosh Biswas**	:	Bengali
14.	**Dost Mahammod**	:	Bengali
15.	**Madhumita Majumder**	:	English
16.	**Shudakshina Majumdar**	:	English
17.	**Sanjukta Chakraborty**	:	Economics
18.	**Dr. Tapan Kumar Banejee**	:	Economics
19.	**Malika Sen**	:	Political Science
20.	**Nizamuddin Ahmed**	:	Political Science
21.	**Somnath Mondol**	:	History
22.	**Aparup Chakraborty**	:	History

NON-TEACHING STAFF

1.	**Abdur Rahim Baidya**	:	Accountant
2.	**Md. Kuddus Ali**	:	Cashier
3.	**Lalmia Molla**	:	Cleark
4.	**Tapash Kumar Debnath**	:	Cleark
5.	**Nityananda Mondal**	:	Typist
6.	**Bimal Kumar Naskar**	:	Peon
7.	**Nazrul Islam Molla**	:	Peon
8.	**Kamala Rani Sardar**	:	Lady Attendant
9.	**Khayer Ali Molla**	:	Guard
10.	**Rabeya Khatun**	:	Sweeper (Part time)

ALUMNI ASSOCIATION

1.	**Dr. Pradip Kumar Basu**	:	President
2.	**Kanak Mondal**	:	Vice-president
3.	**Zahangir Siraz**	:	Secretary
4.	**Abdul Momen**	:	Accountant
5.	**Sadhana Das**	:	Member
6.	**Madhumita Datta**	:	"
7.	**Abdul Hamid**	:	"
8.	**Abdul Hakim**	:	"
9.	**Bithika Naskar**	:	"
10.	**Nizmul Rahamat**	:	"
11.	**Edward Paul**	:	"
12.	**Tuhina Faten**	:	"
13.	**Sekh Abdul Jawyan**	:	"
14.	**Rabiul Islam.**	:	"

Elected members of Students Union of Bhangar Mahavidyalay

Dr. Pradip Kumar Basu	President
Sekh Samsujjaman	Vice-President
Abdul Maruf Molla	Gen.Secretary
Asraful Hoque	Asst. Gen. Secretary
Nazma Iasmin	Cultural Secretary
Azibar Rahaman	Literary Secretary
Sudip Ganguly	Student Welfare Secretary
Rakesh Roy Chowdhury	Game Secretary

1. **Sabdar Baidya** B.Com
2. **Dibyendu Banerjee** B.A.
3. **Ripan (Ashik Iqbal Gazi)**
4. **Nitish Chandra Mondal** B.Sc
5. **Sabina Iyesmin** B.A.
6. **Rabiul Islam** B.Com
7. **Binay Kumar Ghosh** B.A.
8. **S. K. Nayem Hossain**
9. **Rebati Mondal** B.A.
10. **Goutam Mondal** B.Sc.
11. **Sayantani Damiyari** B.A.
12. **Sachina Iasmin** B.A.
13. **Nazir Hussain** B.A.
14. **Kajal Kumar Pal** B.A.
15. **Ah. Barik Tarafdar** B.A.
16. **Goutam Mondal** B.A.
17. **Badal Mondal** B.A.
18. **Sanjoy Mondal** B.A.
19. **Siddique Ali Molla** B.A.
20. **Malati Mondal** B.A.
21. **Md. Kamerul Khadam.** B.A.
22. **Selim Akhtar** B.A. (Hons)
23. **Sabina Iasmin** B.A.
24. **Sahalal Alam** B.A.
25. **Tridip Ghosh** B.A.
26. **Sonali Naskar** B.A.
27. **Subhra Biswas** B.Sc.

The Geography Department in Ghatshila for a field tour, August 2003.

A first step--The inauguration of the 'Computer Centre' at Bhangar Mahavidyalaya on 28th September 2003.

The Principal, Dr. Pradip Kumar Basu (President of students' Union) with representatives of students' Union, 2002-03.

The seminar conducted by the Department of Bengali on 21st feb., 2003 (Dr. Ramjiban Acharya, a renowned scholar at the mike).

The Principal at the Blood Donation Camp organised by the college on its foundation Day, 27th Feb., 2003.

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় ।। ভাঙড় ।। দক্ষিন চব্বিশ পরগণা ।।